শিক্ষক সহায়িকা

বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

অষ্টম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি, কালিয়াকৈর

শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর

হাইটেক পার্ক আইটি সংক্রান্ত সকল সামগ্রী তৈরি, আমদানি ও রপ্তানি করার সব ধরনের সুবিধা সম্বলিত প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পায়ন। বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি, শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, জনতা টাওয়ার টেকনোলজি পার্কসহ সারাদেশে বিভিন্ন জেলায় আরও হাইটেক পার্ক নির্মাণাধীন রয়েছে। তরুণদের কর্মসংস্থান এবং হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার শিল্পের উত্তরণ ও বিকাশই হাইটেক পার্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য। দেশ-বিদেশের নামকরা শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো এসব পার্কে তাদের কারখানা প্রতিষ্ঠা করবে। দেশের তরুণরা এসব কারখানায় কাজ করার ও শেখার সুযোগ পাবে। ফলে তারা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা করে নতুন নতুন শিল্প গড়ে তুলতে পারবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত শিক্ষক সহায়িকা

শিক্ষক সহায়িকা

বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

অষ্টম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সম্পাদনা

ড. দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া

ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া

ড. অরূপ কুমার বড়ুয়া

ড. অর্থদর্শী বড়ুয়া

অশোক কুমার চাকমা

বরুণ তালুকদার

মার্জিয়া খাতান স্মিতা

এ এফ এম সারোয়ার জাহান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২৩

শিল্পনির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

প্রচ্ছদ

মঞ্জুর আহমদ

চিত্রণ

সুবীর মণ্ডল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯-এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত শিখন সামগ্রী। এ শিখন সামগ্রীর মধ্যে শিক্ষক সহায়িকার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। যেখানে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিখন সামগ্রী ব্যবহার করে কীভাবে শ্রেণি কার্যক্রমকে যৌক্তিকভাবে আরও বেশি আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করা যায় তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শ্রেণি কার্যক্রমকে শুধু শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ না রেখে এর বাইরেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুযোগ রাখা হয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের। সকল ধারার (সাধারণ, ও কারিগরি) শিক্ষকবৃন্দ এ শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। আশা করা যায়, প্রণীত এ শিক্ষক সহায়িকা আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়নে সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, পরিমার্জন, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণে কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বিষয় পরিচিতি

অষ্টম শ্রেণির বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা ও এই নতুন বইয়ে আপনাকে স্বাগত জানাই। এটি একটি শিক্ষক সহায়িকা, যা অষ্টম শ্রেণির অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন (Experiential Learning) এর সেশনসমূহ আপনি কীভাবে পরিচালনা করবেন, সে বিষয়ে আপনাকে সহায়তা করবে। বইটি আপনার শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা, জ্ঞান বা সামর্থ্যকে গুরুত্ব দিয়ে আপনার পূর্বজ্ঞানের সাথে সাহায্যকারী একটি সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে ভূমিকা পালন করবে। এক্ষেত্রে একটি অভিন্ন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমাদের প্রচেষ্টা, যাতে শিক্ষার্থীরা এই নতুন অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের সম্পূর্ণ ফলাফল অর্জন করতে পারে। বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকে তিনটি যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণির জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যা এক বছরে ৬৬ শিখন ঘণ্টা বা ৫৬টি সেশনের মাধ্যমে অর্জন করতে হবে। পরবর্তী পৃষ্ঠায় যোগ্যতাসমূহ ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রমের মানচিত্র দেখানো হয়েছে। আপনার জন্য শুভকামনা।

সূচিপত্র

ভূমিকা	১ - ৪
বুদ্ধের জীবনকথা	৫ - ১০
বিনয় পিটক	১১ - ১৭
বন্দনা	১৮ - ২৩
ধর্মীয় উৎসব: কঠিন চীবর দান	২৪ - ৩৩
সূত্র ও নীতিগাথা	৩৪ - ৪১
জাতক, চরিতমালা ও উপাখ্যান	৪২ - ৪৯
বৌদ্ধধর্মে পরমতসহিষ্ণুতা	৫০ - ৭১

শিক্ষক সহায়িকা

বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

অষ্টম শ্রেণি

ভূমিকা

কোবের (David A Kolb) শিখন অভিজ্ঞতা তত্ত্ব এবং শিখন শিক্ষণ প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে অষ্টম শ্রেণির বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষণ নির্দেশিকাতে আপনাকে স্বাগতম। এই নির্দেশিকাটির লক্ষ্য হল বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষার মধ্যে অভিজ্ঞতা শিখন তত্ত্বের একীকরণ অনুসন্ধান করা, শিক্ষাবিদ এবং অনুশীলনকারীদের জন্য মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি এবং ব্যবহারিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা।

বৌদ্ধধর্ম এমন একটি ধর্ম যা অভিজ্ঞতা থেকে শেখার উপর জোর দেয়। মহাজ্ঞানী ভগবান গৌতম বুদ্ধ নিজেই বলেছেন যে, সত্য অনুসন্ধানের একমাত্র পথ হল অভিজ্ঞতা। এটি কোবের অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষা তত্ত্বের সারমর্ম; যা বলে যে সার্থক শিখন হল একটি চার পর্যায়ের চলমান প্রক্রিয়া।

চারটি অভিজ্ঞতা পর্যায় হলো-

১. প্রেক্ষাপট নির্ভর অভিজ্ঞতা;

২. প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ;

৩. বিমূর্ত ধারণায়ন;

৪. সক্রিয় পরীক্ষণ ।

অভিজ্ঞতা চক্র

অষ্টম শ্রেণির অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম আপনি কীভাবে (সেশনগুলি) পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে শিক্ষক সহায়িকা বইটি সহায়তা করবে। পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও সামর্থকে কাজে লাগিয়ে বইটি অনুসরণ করলে আপনার শ্রেণিকার্যক্রম সফল এবং সহজতর হবে।

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

বৌদ্ধ ধর্মের তিনটি যোগ্যতা হলো-

১. **ধর্মীয় জ্ঞান-** বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তিসমূহ জেনে, বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে ধর্মের (ধর্ম গ্রন্থের) নির্দেশনার আলোকে যে কোনো দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব বিভ্রান্তি দূর করে নৈতিকভাবে দৃঢ় থাকতে পারা।

২. **ধর্মীয় বিধিবিধান-** ধর্মীয় বিধিবিধান অনুসরণ ও চর্চার মাধ্যমে জীব জগতের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারা।

৩. **ধর্মীয় মূল্যবোধ-** ধর্মীয় মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে বিভ্রান্তি, অসহিষ্ণুতা ও দ্বন্দ্ব সংঘাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে, সম্প্রীতি বজায় রেখে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে জীবনযাপন করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারা।

বৌদ্ধধর্ম শিক্ষার তিনটি যোগ্যতা অর্জনের জন্য অষ্টম শ্রেণিতে এক বছরে ৫৬ সেশন বা ক্লাস হবে। এ লক্ষ্য অনুযায়ী জানুয়ারি মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ৫৬টি সেশন কীভাবে পরিচালনা করবেন, তা বিস্তারিত শিক্ষক সহায়িকা বইতে বলা হয়েছে। এই শিক্ষক সহায়িকায় সাতটি অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য অভিজ্ঞতাভিত্তিক কার্যক্রম দেওয়া হয়েছে। অভিজ্ঞতাগুলো অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষক হিসেবে আপনাকে কিছু বিষয় গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে নিচে বলা হয়েছে-

জেন্ডার

ছেলেমেয়ে ও তৃতীয় লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থী যেন শ্রেণিকক্ষে সমান সুযোগ পায় এবং সমান অংশগ্রহণ করতে পারে সে বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে। শ্রেণিকক্ষে একক, জোড়া বা দলগত কাজে এক শিক্ষার্থী যেন অন্য শিক্ষার্থীকে কোনোভাবেই উপহাস, অবজ্ঞা,অবহেলা না করে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখুন। শ্রেণিকক্ষে সৌহার্দ্যপূর্ণ ও শ্রদ্ধাশীল সম্পর্ক বজায় রাখতে সচেষ্ট হোন। বিশেষ করে শ্রেণিতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা এবং পরিবারের সন্তান থাকে। তাদেরকে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ, সৌহার্দ্যপূর্ণ এবং বন্ধুসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী করুন। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমান দৃষ্টি আরোপ করুন। মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর উপস্থিতি নিশ্চিত করুন।

একীভূতকরণ

শ্রেণিতে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও শ্রেণি-পেশার পরিবারের সন্তান উপস্থিত থাকে বিধায় শ্রেণিকক্ষে একটি বৈচিত্র্যময় পরিবেশ তৈরি হয়। এই বিষয়ের প্রতি ইতিবাচক, সংবেদনশীল ও শ্রদ্ধাশীল হোন। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর পছন্দ, সামর্থ্য ও সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিন। এমনকি শেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষার্থী যে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে, সেক্ষেত্রে তার ব্যক্তি স্বাধীনতা ও পছন্দকে অগ্রাধিকার দিন। যেমন- কোনো শিক্ষার্থী যদি ছবি আঁকতে ভালো না বাসে, তবে তাকে অন্য কোনো কার্যক্রম দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থী লিখে, উপস্থাপন করে বা অন্য কোনো উপায়ে তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে।

সেশন পরিচালনার সময় স্পষ্ট ও সহজ ভাষায় কার্যক্রম পরিচালনা করুন। সকল শিক্ষার্থীর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করুন। শ্রেণিকক্ষে যদি কোনো প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী থাকে তবে তার গ্রহণযোগ্যতা ও ক্ষমতায়নে সচেষ্ট হোন। ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থী থাকলে তাকে সামনে বসানোর ব্যবস্থা করুন। বছরের মাঝামাঝি বা ব্যতিক্রম সময়ে কোনো শিক্ষার্থীর আগমন ঘটলে সকলের কাছে তাকে গ্রহণযোগ্য করে তুলুন।

শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের প্রতি বেশি জোর দিন। অর্পিত কাজ সম্পাদন এবং উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আগ্রহ লক্ষ্য করুন। প্রদত্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করুন। মূল্যায়ন ছক আপনি নিজেও তৈরি করতে পারেন। শিক্ষক মূল্যায়নের পাশাপাশি সতীর্থ ও অভিভাবকের মাধ্যমেও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। মূল্যায়ন ছক শিক্ষক সহায়িকায় সংযুক্ত আছে। মূল্যায়ন ছক ও রুব্রিক্স গবেষণার জন্য সংগ্রহ করুন। এই নতুন শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক সহায়িকা ও পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি আপনার অভিজ্ঞতাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

যোগ্যতা নং ১

বৌদ্ধধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তিসমূহ জেনে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে ধর্মের (ধর্ম গ্রন্থের) নির্দেশনার আলোকে যে কোনো দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব বিভ্রান্তি দূর করে নৈতিকভাবে দৃঢ় থাকতে পারা।

যোগ্যতার ব্যাখ্যা

- বৌদ্ধধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তিসমূহের বয়স উপযোগী বিষয় সহজ সরল ভাষায় জেনে বিশ্বাস স্থাপন করা।
- বৌদ্ধধর্মের নির্দেশনার আলোকে যাবতীয় বিভ্রান্তি দূর করে নৈতিকভাবে দৃঢ় থাকা।

বিশেষ নির্দেশনা

দুইটি বহুধাপী শিখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষক এই যোগ্যতাটি প্রদান করবেন মোট ১৫ টি সেশনে।

এই যোগ্যতায় যা যা থাকবে

১. বুদ্ধের জীবনকথা

২. বিনয় পিটক

বহুধাপী শিখন অভিজ্ঞতা- ১

বিষয়- বুদ্ধের জীবনকথা

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য আপনি শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতা চক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। চলুন অভিজ্ঞতা চক্রটি এক নজরে দেখে নেয়া যাক। ৮টি সেশনের মাধ্যমে এই অভিজ্ঞতাচক্রটি সম্পন্ন করতে পারেন।

অভিজ্ঞতাচক্র- ১

সেশন পরিকল্পনা

ধাপ-১

প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

কাজ	গৌতম বুদ্ধের জীবনী নিয়ে একটি ভিডিও দেখবে
উপকরণ	ভিডিও, মাল্টিমিডিয়া, অনলাইন/অফলাইন উৎস ইত্যাদি
পদ্ধতি	অভিজ্ঞতা বিনিময়, আলোচনা, প্রদর্শন ইত্যাদি
সেশন	২টি

সেশন ১

- ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করে/প্রার্থনা করে সেশন শুরু করুন।
- নতুন শ্রেণিতে আগমনের জন্য শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা প্রদান করুন।
- শিক্ষক এবং নতুন শিক্ষার্থীদের সাথে পরিচয়পর্ব পরিচালনা করুন এবং তাদের সম্পর্কে জানার চেষ্টা করুন।
- শিক্ষার্থীদের নতুন বই প্রদান করুন এবং নতুন বই পাওয়ার পরে তাদের উপলব্ধি কী, তা জিজ্ঞাসা করুন।
- আগের শ্রেণিগুলোতে শিক্ষার্থীরা বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে পূর্ব জ্ঞান যাচাই এর জন্য কিছু প্রশ্ন করুন।

নমুনা প্রশ্ন-

১. পূর্বের শ্রেণিতে যে সব বিষয় পড়েছিলে সেগুলো কি মনে আছে?

২. বৌদ্ধ ধর্মের কোন কোন বিষয় তোমার ভালো লাগে?

৩. ইত্যাদি

- শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা করে বিদায় জানান।

সেশন ২

- ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করে সেশন শুরু করুন।
- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। তাদের বাসার সবাই কেমন আছে জিজ্ঞাসা করুন। যদি কোনো শিক্ষার্থী বা তার পরিবার পরিজন অসুস্থ থাকে তবে তার আরোগ্য কামনা করে প্রার্থনা করুন।
- নিচে কিউ আর কোড (QR Code) স্ক্যান করে ওয়েবসাইট থেকে গৌতম বুদ্ধের জীবনী নিয়ে নির্মিত একটি ভিডিও অথবা আপনার পছন্দের একটি ভিডিওচিত্র দেখার ব্যবস্থা করে দেন।

- যদি ক্লাসে ভিডিও চিত্র দেখানো সম্ভব না হয় তাহলে শিক্ষার্থীদের বাসায় দেখে নিতে বলবেন।
- ভিডিও চিত্রটি তাদের কেমন লেগেছে জিজ্ঞাসা করুন।
- তাদের শুভকামনা করে বিদায় জানান।

ধাপ-২

প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

কাজ	ভিডিও চিত্রটিতে ভগবান বুদ্ধের জীবনী সম্পর্কে নতুন তথ্য উপস্থাপন করবে
উপকরণ	সাধারণ উপকরণ, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি
পদ্ধতি	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, প্রদর্শন, অভিজ্ঞতা বিনিময় ইত্যাদি
সেশন	১ টি

সেশন ৩

- ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করে সেশন শুরু করুন।
- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। তাদের বাসার সবাই কেমন আছে জিজ্ঞাসা করুন। যদি কোনো শিক্ষার্থী বা তার পরিবার পরিজন অসুস্থ থাকে তবে তার আরোগ্য কামনা করে প্রার্থনা করুন।

কাজ- ১

- শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অনুযায়ী জোড়া তৈরি করুন অথবা দল গঠন করুন।
- উভয় ক্ষেত্রে একীভূতকরণের বিষয়টি লক্ষ রাখবেন। একীভূতকরণে জেন্ডার, বিভিন্ন শ্রেণির সংমিশ্রণ ও বৈচিত্র্য নিশ্চিত করুন।

কাজ- ২

- পূর্ববর্তী সেশনে শিক্ষার্থীরা যে ভিডিও চিত্রটি দেখেছে সেই ভিডিও চিত্রটিতে ভগবান বুদ্ধের জীবনী সম্পর্কে নতুন কী জেনেছে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের আলোচনা করতে বলুন এবং খাতায় লিখে রাখতে বলুন।

কাজ- ৩

- শিক্ষার্থীরা যে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলো তার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে বলুন। এ সময় শিক্ষার্থীরা ভিজুয়াল উপকরণ যেমন- ছবি, পোস্টার, পাওয়ার পয়েন্ট ইত্যাদি ব্যবহার করবে।
- উপস্থাপনায় কী কী বলতে হবে, তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিন।
- শিক্ষার্থী কয়টি নতুন তথ্য/শিক্ষণীয় বিষয় শনাক্ত করতে পেরেছে এবং সেগুলো কী কী?
- প্রত্যেক দলকে উপস্থাপনার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দিন। ক্রমানুসারে প্রত্যেকটি দলকে উপস্থাপনার সুযোগ করে দিন।
- বলতে বা শুনতে যেসব শিক্ষার্থীর চ্যালেঞ্জ রয়েছে তাদেরকে লিখিতভাবে বা অন্য কোনো উপায়ে উপস্থাপনার সুযোগ করে দিন।

- এ সময় শিক্ষার্থীদের লজ্জা, ভয়,হাত- পা কাঁপুনি, কথা জড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদি হতে পারে। আবার অনেকেই সাবলীলভাবে সুন্দরভাবে উপস্থাপনও করতে পারে। সমস্ত বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করুন।
- সকল ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনায় উৎসাহিত করুন এবং তাদের উপস্থপনার প্রশংসা করুন। কাজটি করতে শিক্ষার্থীদের কেমন লেগেছে, তা জিজ্ঞাসা করুন।
- শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা জানিয়ে বিদায় নিন।

ধাপ-৩

বিমূর্ত ধারণায়ন

কাজ	বুদ্ধের জীবনীর গল্প শুনবে
উপকরণ	চিত্র, পাঠ্যবই ইত্যাদি
পদ্ধতি	প্রদর্শন, গল্প বলা ইত্যাদি
সেশন	২ টি

সেশন ৪-৫

- ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করে সেশন শুরু করুন।
- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন।তাদের বাসার সবাই কেমন আছে জিজ্ঞাসা করুন। যদি কোনো শিক্ষার্থী বা তার পরিবার পরিজন অসুস্থ থাকে তবে তার আরোগ্য কামনা করে প্রার্থনা করুন।
- এই অধ্যায়ে আপনি শিক্ষার্থীদের যে যে বিষয়ে ধারণা দিবেন তা হলো -

১. সিদ্ধার্থের জন্মবৃত্তান্ত;

২. বাল্যকাল ও চারনিমিত্ত দর্শন;

৩. বুদ্ধত্বলাভ ও ধর্ম প্রচার;

৪. মহাপরিনির্বাণ।

- চিত্র প্রদর্শন,গল্প ও পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া অংশগ্রহণমুলক কাজের মাধ্যমে বুদ্ধের জীবন সম্পর্কে আরও নতুন নতুন তথ্য তুলে ধরুন।
- সবসময় খেয়াল রাখতে হবে শিক্ষার্থীরা যাতে মনোযোগ দিয়ে গল্প শো নে।

ধাপ-৪

সক্রিয় পরীক্ষণ

কাজ	নাটকের পাণ্ডুলিপি তৈরি করে বুদ্ধের জীবনী নিয়ে ভূমিকা অভিনয় করবে
উপকরণ	খাতা কলম, পরিধান, সরঞ্জাম ইত্যাদি
পদ্ধতি	দলগত কাজ, ভূমিকা অভিনয় ইত্যাদি
সেশন	৩ টি

সেশন ৬-৮

- ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করে শুরু করুন।
- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন।

কাজ- ১

- শ্রেণির সকলকে একটি দল ভেবে দলগতভাবে কাজ দিন। শিক্ষার্থীদের বলুন তারা যাতে নিজেরাই নাটকের পাণ্ডুলিপি তৈরি করে।
- পাণ্ডুলিপি তৈরি করা হলে আপনি প্রয়োজনে সংশোধন ও পরিমার্জন করুন।
- সংশোধন ও পরিমার্জনের বিষয়টি শিক্ষার্থীদের অবহিত করুন। কেন সংশোধন ও পরিমার্জন করেছেন তার কারণ যুক্তি সহকারে বুঝিয়ে দিন।

কাজ- ২

- কে কোন চরিত্রে অভিনয় করবে, তা যেন নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নেয়।
- কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা চরিত্র বেছে নিতে অপারগতা প্রকাশ করলে আপনিই চরিত্রগুলো বন্টন করে দিন।

কাজ- ৩

- অভিনয় উপস্থাপনের পূর্বে তাদের বলুন– তারা যাতে কাজ ভাগ করে নেয় এবং মহড়ার মাধ্যমে নিজেদের যাতে প্রস্তুত করে রাখে।
- মহড়ার সময় শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করুন। কোনও ত্রুটি বিচ্যুতি/ সমস্যা থাকলে তা সংশোধন বা সমাধানে প্রস্তুত থাকুন।
- ভুল ত্রুটি/ সমস্যা শনাক্ত করে সাথে সাথে লিখে রাখুন।
- শিক্ষার্থীদের এসব বিষয়ে অবহিত করুন।
- তাদের বানানো অভিনয় উপকরণগুলো পরিদর্শন করুন।
- অনুষ্ঠান আয়োজনের পূর্বে যা যা প্রস্তুতি প্রয়োজন, যেমন- অতিথি নিমন্ত্রণ, অনুষ্ঠানের স্থান নির্ধারণ ইত্যাদি আপনি সেশনের পূর্বে নির্ধারণ করবেন।

(নিমন্ত্রণপত্রের নমুনা পরিশিষ্টে দেয়া আছে)

- অতিথি হিসেবে থাকতে পারে বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, এলাকার বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ। আপনার মিলনায়তনের আকৃতি অনুযায়ী আমন্ত্রণপত্রের সংখ্যা নির্ধারন করুন।

কাজ- ৪

- শিক্ষার্থীরা একদিন অনুষ্ঠান আয়োজন করে এই নাটিকাটি মঞ্চায়ন করবে।
- দলের সকলে যাতে অংশগ্রহণ করে তা নিশ্চিত করুন।
- অভিনয় শেষে তাদের কাজটির জন্য প্রশংসা করুন এবং ধন্যবাদ জানান।

মূল্যায়ন

- শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য এ অধ্যায়ের পাঠের সময় আপনি অংশগ্রহণমূলক কাজ/ অন্যান্য কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও যাচাই করে চলমান মূল্যায়ন করুন।
- অর্পিত কাজ রুব্রিক ব্যবহার করে মূল্যায়ন করুন। (অর্পিত কাজ রুব্রিক- এর নমুনা পরিশিষ্টে দেয়া আছে)

ফলাবর্তন

- পরিশেষে সকল শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়ন (শিখন অর্জন) শেষে অগ্রগতি সন্তোষজনক পরিলক্ষিত না হলে প্রয়োজনে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা (Remedial Measures) নিন।
- ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের সমাপ্তি টানুন।

বহুধাপী শিখন অভিজ্ঞতা- ২

বিষয়- বিনয় পিটক

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য আপনি শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতা চক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। চলুন অভিজ্ঞতা চক্রটি এক নজরে দেখে নেয়া যাক। ৭টি সেশনের মাধ্যমে এই অভিজ্ঞতাচক্রটি সম্পন্ন করতে পারেন।

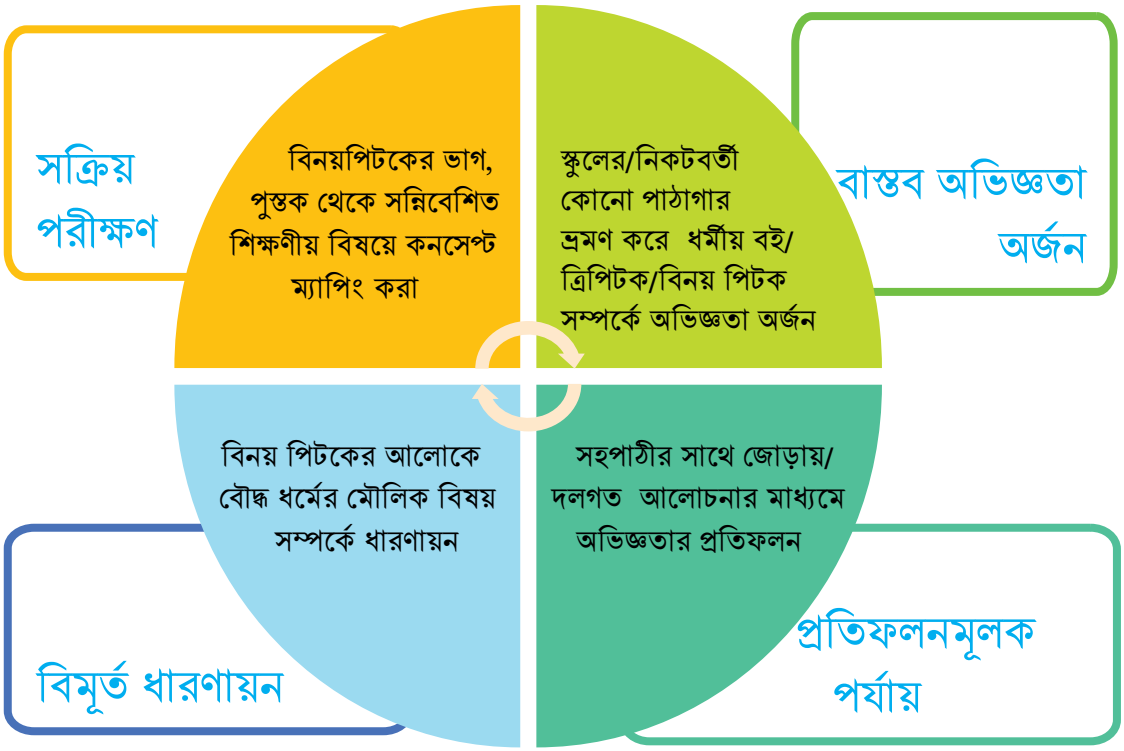

অভিজ্ঞতাচক্র- ২

সেশন পরিকল্পনা

ধাপ- ১

প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

কাজ	পাঠাগার ভ্রমণ /ধর্মীয় পুস্তক খুঁজে দেখা
উপকরণ	খাতা কলম, বিভিন্ন পুস্তক, পাঠাগার ইত্যাদি
পদ্ধতি	অভিজ্ঞতা বিনিময়, আলোচনা,প্রদর্শন, মাল্টিমিডিয়া, কনসেপ্ট ম্যাপিং ইত্যাদি
সেশন	২টি

সেশন ১

- ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ ও প্রার্থনা করে সেশন শুরু করুন।
- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন।

কাজ-১

- শিক্ষার্থীদের স্কুলের বা এলাকার কোনো একটি পাঠাগার/ ধর্মীয় বই এর দোকান /কোনো বিহার– এর পাঠাগারে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন।
- এই সেশনে শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় বই /ত্রিপিটক/বিনয় পিটক খুঁজে হাতে ধরে দেখে কিছুটা পড়তে দিন।

সেশন ২

- পরবর্তী সেশনের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের কাছে তাদের পূর্ববর্তী সেশনের অভিজ্ঞতা জানতে চান।
- এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের যে যে প্রশ্নগুলো করতে পারেন সেগুলো হলো-

১. ভ্রমণ করে তোমাদের কেমন লেগেছে?

২. সেখানে তোমরা কী কী বই দেখতে পেলে?

৩. কোনো বই খুলে পড়েছ কি?

৪. পড়ে থাকলে কোন বইটি পড়েছ?

৫. ত্রিপিটক পাঠাগার এবং বিনয় পিটক ধর্মীয় গ্রন্থটি কি পড়েছ?

৬. তোমাদের বাড়ীতে এ ধরনের কোনো বই আছে কি?

৭. এর আগে এই বইগুলো কি কখনও দেখেছো?

- শিক্ষার্থীদের এই প্রশ্নগুলো করতে করতে ত্রিপিটক এবং বিনয় পিটক সম্পর্কে ধারণা প্রদান করুন। প্রাথমিক ধারণা প্রদান করে সেশনটি সমাপ্ত করুন।
- শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা জানিয়ে বিদায় নিন।

ধাপ-২

প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

কাজ	সহপাঠীর সাথে আলোচনা করবে
উপকরণ	সাধারণ উপকরণ, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি
পদ্ধতি	আলোচনা, দলগত কাজ, প্রদর্শন ইত্যাদি
সেশন	২টি

সেশন ৩-৪

- ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ ও প্রার্থনা করে সেশন শুরু করুন।
- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন।

কাজ-১

- এ সেশনের শুরুতে পাঠাগার ভ্রমণের ফলে তারা ত্রিপিটক এবং বিনয় পিটক সম্পর্কে নতুন যা জেনেছে সেগুলো খাতায় লিখে ফেলতে বলুন। এক্ষেত্রে তাদেরকে ১০ মিনিট সময় দিন।
- খাতায় লেখা হয়ে গেলে জোড়ায় বা দলগতভাবে তারা যে নতুন তথ্য পেয়েছে সেগুলো আলোচনা করতে দিন।
- উভয় ক্ষেত্রে একীভূতকরণের বিষয়টি লক্ষ রাখবেন। একীভূতকরণে জেন্ডার, বিভিন্ন শ্রেণির সংমিশ্রণ ও বৈচিত্র্য নিশ্চিত করুন।

কাজ-২

- দলগত/জোড়ায় আলোচনা শেষে সকলের সামনে তা উপস্থাপন করতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনায় বিনয় পিটকের যেসব বিষয়বস্তু আসবে তা নোট করে রাখুন। পাঠ্যবই থেকে আলোচনার সময় এই নোটগুলো আপনার প্রয়োজন হবে।
- বলতে বা শুনতে যেসব শিক্ষার্থীর চ্যালেঞ্জ রয়েছে তাদেরকে লিখিতভাবে বা অন্য কোনো উপায়ে উপস্থাপনার সুযোগ করে দিন।
- এ সময় শিক্ষার্থীদের লজ্জা, ভয়,হাত- পা কাঁপুনি, কথা জড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদি হতে পারে। আবার অনেকেই সাবলীলভাবে সুন্দরভাবে উপস্থাপনও করতে পারে। সমস্ত বিষয় পর্যবেক্ষণ করুন।
- সকল ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনায় উৎসাহিত করুন এবং তাদের উপস্থাপনার প্রশংসা করুন। কাজটি করতে শিক্ষার্থীদের কেমন লেগেছে, তা জিজ্ঞাসা করুন।
- এসময় খেয়াল রাখুন সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনছে কিনা। নতুন কোনো তথ্য জানলে অন্য শিক্ষার্থীরা তা নোট করে রাখবে।
- শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা জানিয়ে বিদায় নিন।

ধাপ- ৩

বিমূর্ত ধারণায়ন

কাজ	শিক্ষকের উপস্থাপনা দেখবে ও শুনবে
উপকরণ	চিত্র, পাঠ্যবই, রেফারেন্স বই, অনলাইন সোর্স ইত্যাদি
পদ্ধতি	প্রদর্শন, আলোচনা, প্রশ্ন-উত্তর ইত্যাদি
সেশন	৩টি

সেশন ৫-৬

- ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করে সেশন শুরু করুন।
- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। তাদের বাসার সবাই কেমন আছে জিজ্ঞাসা করুন। যদি কোনো শিক্ষার্থী বা তার পরিবার পরিজন অসুস্থ থাকে তবে তার আরোগ্য কামনা করে প্রার্থনা করুন।

কাজ-১

- শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও উপস্থাপনার উপর ভিত্তি করে পাঠ্যবই থেকে আলোচনা শুরু করবেন।
- আলোচনার শুরুতেই পূর্বজ্ঞান হিসেবে ষষ্ঠ শ্রেণির ত্রিপিটক অধ্যায়ের বিনয় পিটক পাঠের কথা শিক্ষার্থীদের স্মরণ করিয়ে দিবেন।
- আপনি শিক্ষার্থীদের যে যে বিষয়ে ধারণা দিবেন সেগুলো হলো –

১. বিনয় পিটকের প্রাথমিক আলোচনা;

২. বিনয় পিটকের গ্রন্থসমূহ ও আলোচ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি;

৩. বিনয় পিটকের গুরুত্ব;

- তবে এটি কেবল একটি নমুনা। আপনি আপনার সুবিধামতও সেশনগুলো সাজাতে পারেন।
- পাঠ উপস্থাপনার ক্ষেত্রে বক্তৃতা পদ্ধতি ব্যবহার না করে বিভিন্ন অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করার ব্যাপারে গুরুত্ব দিন। এক্ষেত্রে কয়েকটি পদ্ধতি হতে পারে- দলগত আলোচনা, প্যানেল আলোচনা, বিতর্ক, পাওয়ার পয়েন্ট,পোস্টার, ছবি প্রদর্শন, ভিডিওচিত্র, ডকুমেন্টারি, অডিও , ধর্মীয় পন্ডিতগণের সাক্ষাৎকার বা কথা বলার সুযোগ ইত্যাদি।
- শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা জানিয়ে বিদায় নিন।

বাড়ির কাজ

- বাড়িতে বিনয় পিটকের বাংলা অনুবাদ থাকলে তা একটু চোখ বুলিয়ে আসতে বলুন।
- এছাড়া নিচের লিংক বা QR code থেকে বিনয়পিটকের বাংলা অনুবাদ পেয়ে যাবেন।

লিংক-

http://banavantey.blogspot.com/২০১৪/০৩/blog-post.html

কিউ আর কোড-

ধাপ- ৪

সক্রিয় পরীক্ষণ

কাজ	কনসেপ্ট ম্যাপিং করবে
উপকরণ	খাতা কলম ইত্যাদি
পদ্ধতি	সৃজনশীল লিখন, কনসেপ্ট ম্যাপিং ইত্যাদি
সেশন	১ টি

সেশন ৭

- ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করে সেশন শুরু করুন।
- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। তাদের বাসার সবাই কেমন আছে জিজ্ঞাসা করুন। যদি কোনো শিক্ষার্থী বা তার পরিবার পরিজন অসুস্থ থাকে তবে তার আরোগ্য কামনা করে প্রার্থনা করুন।

কাজ-১

- শিক্ষার্থীদের বিনয়পিটক বিষয়ে এককভাবে একটি কনসেপ্ট ম্যাপিং করতে বলুন। এক্ষেত্রে কনসেপ্ট ম্যাপিং কীভাবে করতে হয় তার নির্দেশনা দিন।
- বিনয়পিটকের ভাগ, পুস্তকসমূহের সংখ্যা ও নাম এবং প্রত্যেকটি পুস্তকে নির্দেশিত একটি করে শিক্ষণীয় উপদেশ লিখতে বলুন।

মূল্যায়ন

- শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য এ অধ্যায়ের পাঠের সময় আপনি অংশগ্রহণমূলক কাজ/ অন্যান্য কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও যাচাই করে চলমান মূল্যায়ন করুন।
- অর্পিত কাজ রুব্রিক ব্যবহার করে মূল্যায়ন করুন। (অর্পিত কাজ রুব্রিক– এর নমুনা পরিশিষ্টে দেয়া আছে)

ফলাবর্তন

- পরিশেষে সকল শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়ন (শিখন অর্জন) শেষে অগ্রগতি সন্তোষজনক পরিলক্ষিত না হলে প্রয়োজনে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার (Remedial Measures) মধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ত্রিরত্ন বিনয় পিটক পাঠে উদ্বুদ্ধ করুন।
- ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের সমাপ্তি টানুন।

যোগ্যতা নং- ২

ধর্মীয় বিধিবিধান অনুসরণ ও চর্চার মাধ্যমে জীব জগতের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারা।

যোগ্যতার ব্যাখ্যা

- ধর্মীয়গ্রন্থে উল্লেখিত/ নিহিত /বাছাইকৃত কিছু ধর্মীয় বিধিবিধান এবং রীতিনীতি জানা।
- বিধিবিধান পালনের যে শিক্ষা অর্জিত হয় তা বাস্তব জীবনে সুচারুভাবে চর্চা করা।
- বিধিবিধানসমূহ জীব জগতের কল্যাণে ব্যবহার করা ।

বিশেষ নির্দেশনা

দুইটি বহুধাপী শিখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষক এই যোগ্যতাটি প্রদান করবেন মোট ১৩ টি সেশনে।

এই যোগ্যতায় যা যা থাকবে-

১. ত্রিরত্ন বন্দনা

২. কঠিন চীবর দান

বহুধাপী শিখন অভিজ্ঞতা- ৩

বিষয়- বন্দনা

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য আপনি শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতা চক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। চলুন অভিজ্ঞতা চক্রটি এক নজরে দেখে নেয়া যাক। ৬টি সেশনের মাধ্যমে এই অভিজ্ঞতাচক্রটি সম্পন্ন করতে পারেন।

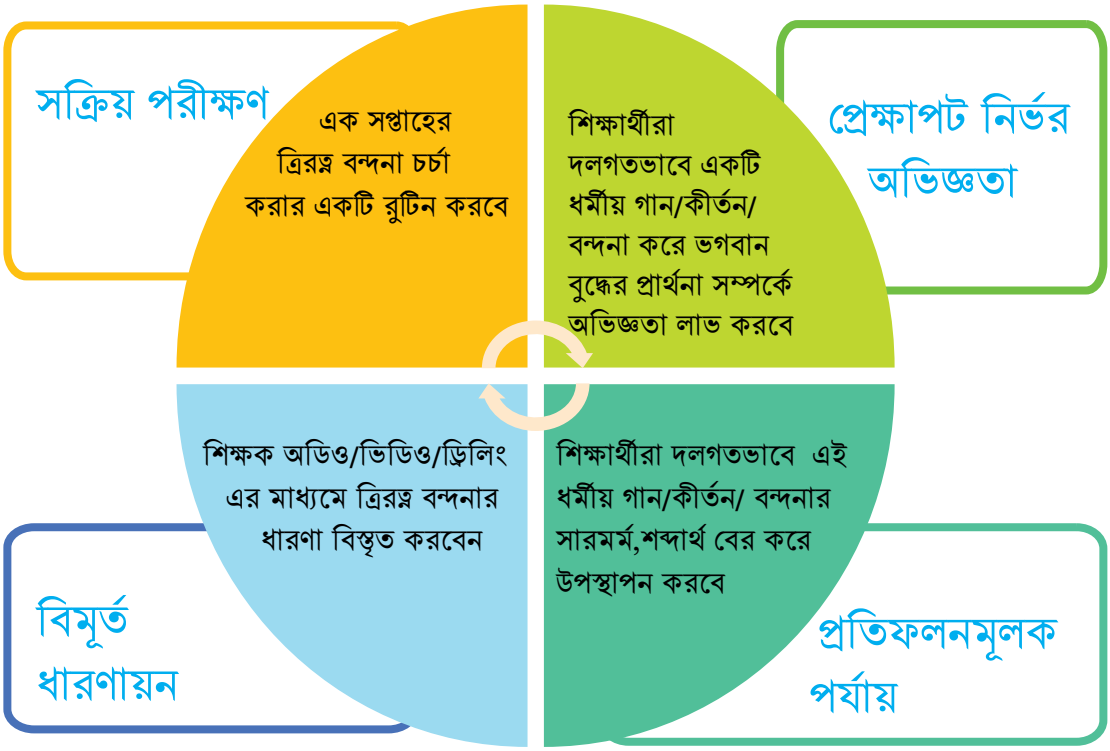

অভিজ্ঞতাচক্র- ৩

সেশন পরিকল্পনা

ধাপ- ১

প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

কাজ	ধর্মীয় গান/কীর্তন/ বন্দনা করা
উপকরণ	বাদ্যযন্ত্র, তালে/সুরের অডিও/ভিডিও ইত্যাদি
পদ্ধতি	গান/ আবৃত্তি করা ইত্যাদি
সেশন	১টি

সেশন ১

- ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করে সেশন শুরু করুন।
- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। তাদের বাসার সবাই কেমন আছে জিজ্ঞাসা করুন। যদি কোনো শিক্ষার্থী বা তার পরিবার পরিজন অসুস্থ থাকে তবে তার আরোগ্য কামনা করে প্রার্থনা করুন।

কাজ-১

- শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন –

১. তোমরা কী কোনো ধর্মীয় গান / বন্দনা / কীর্তন শুনেছ বা করো?

২. দেখিতো কে কে কোন কোন ধর্মীয় গান / বন্দনা / কীর্তন করো?

৩. আপনিসহ শিক্ষার্থীরা সবাই মিলে একটি ধর্মীয় গান / বন্দনা / কীর্তন বাছাই করুন।

৪. আপনিসহ শিক্ষার্থীরা সকলে মিলে একটি ধর্মীয় গান / বন্দনা / কীর্তন কয়েকবার অনুশীলন করুন।

৫. খেয়াল রাখুন, সবাই ধর্মীয় গান / বন্দনা / কীর্তন অংশগ্রহণ করছে কিনা।

- একত্রে ধর্মীয় গান / বন্দনা / কীর্তন করার জন্য শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা করে বিদায় জানান।

ধাপ-২

প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

কাজ	সারমর্ম,শব্দার্থ বের করা ইত্যাদি
উপকরণ	সাধারণ শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি
পদ্ধতি	দলীয় কাজ, আলোচনা, উপস্থাপনা ইত্যাদি
সেশন	২টি

সেশন ২-৩

- ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করে সেশন শুরু করুন।
- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। তাদের বাসার সবাই কেমন আছে জিজ্ঞাসা করুন। যদি কোনো শিক্ষার্থী বা তার পরিবার পরিজন অসুস্থ থাকে তবে তার আরোগ্য কামনা করে প্রার্থনা করুন।

কাজ-১

- শিক্ষার্থীদের জোড়ায় বা দলগতভাবে আলোচনা করে তাদের পূর্ববর্তী সেশনে যে ধর্মীয় গান/কীর্তন/ বন্দনা করেছিলো তার সারমর্ম ও শব্দার্থ লিখতে বলুন।
- উভয় ক্ষেত্রে একীভূতকরণের বিষয়টি লক্ষ রাখবেন। একীভূতকরণে জেন্ডার, বিভিন্ন শ্রেণির সংমিশ্রণ ও বৈচিত্র্য নিশ্চিত করুন।
- বিভিন্ন প্রশ্ন করে দিকনির্দেশনা দিন। নমুনা প্রশ্ন-

১. ধর্মীয় গান/কীর্তন/ বন্দনাটির মাধ্যমে তোমরা কী কী বুঝেছ?

২. এখানে কার জন্য ধর্মীয় গান/কীর্তন/ বন্দনা করা হচ্ছে?

৩. কীভাবে ধর্মীয় গান/কীর্তন/ বন্দনা করা হয়?

৪. কেন ধর্মীয় গান/কীর্তন/ বন্দনা করা হয়?

কাজ-২

- শিক্ষার্থীরা সারমর্ম লেখার সময় কোনো সমস্যা হলে তাদের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবনার অবতারণা করুন।
- সারমর্ম লেখা হলে দলীয়ভাবে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপনা করতে বলুন।
- বলতে বা শুনতে যেসব শিক্ষার্থীর চ্যালেঞ্জ রয়েছে তাদেরকে লিখিতভাবে বা অন্য কোনো উপায়ে উপস্থাপনার সুযোগ করে দিন।
- এ সময় শিক্ষার্থীদের লজ্জা, ভয়,হাত- পা কাঁপুনি, কথা জড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদি হতে পারে। আবার অনেকেই সাবলীলভাবে সুন্দরভাবে উপস্থাপনও করতে পারে। সমস্ত বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করুন।
- সকল ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনায় উৎসাহিত করুন এবং তাদের উপস্থাপনার প্রশংসা করুন। কাজটি করতে শিক্ষার্থীদের কেমন লেগেছে, তা জিজ্ঞাসা করুন।
- খেয়াল রাখুন,যাতে সবাই অংশগ্রহণ করে। অন্য শিক্ষার্থীদের এই উপস্থাপনের সময় নোট করতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা জানিয়ে বিদায় নিন।

ধাপ-৩

বিমূর্ত ধারণায়ন

কাজ	ত্রিরত্ন বন্দনা বিস্তারিত ধারণা প্রদান
উপকরণ	অডিও/ভিডিও ,পাঠ্যবই ইত্যাদি
পদ্ধতি	প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, ড্রিলিং, প্রদর্শন ইত্যাদি
সেশন	৩টি

সেশন ৪-৬

- ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করে সেশন শুরু করুন।
- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। তাদের বাসার সবাই কেমন আছে জিজ্ঞাসা করুন। যদি কোনো শিক্ষার্থী বা তার পরিবার পরিজন অসুস্থ থাকে তবে তার আরোগ্য কামনা করে প্রার্থনা করুন।

কাজ- ১

- এই অধ্যায়ে আপনি শিক্ষার্থীদের যে যে বিষয়ে ধারণা দিবেন তা হল –

১. বন্দনা কী?

২. ত্রিরত্ন বন্দনার নিয়মাবলি

৩. ত্রিরত্ন বন্দনার গুণাবলি পরিচিতি

৪. ত্রিরত্ন বন্দনার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

৫. সাত মহাস্থান বন্দনা

৬. বোধি বন্দনা

৭. ত্রিরত্ন বন্দনার গুরুত্ব বা প্রভাব

- শিক্ষার্থীদের বলুন -"বৌদ্ধ ধর্মে অনেক বন্দনা রয়েছে। চলো, তার মধ্যে ত্রিরত্ন বন্দনাটি পালি ও বাংলা অর্থ জেনে নেই।"
- অডিও/ভিডিও, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, এবং পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া অংশগ্রহণমুলক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ত্রিরত্ন বন্দনার আরও গভীর ধারণা দিন।

কাজ- ২

- চেষ্টা করবেন সবাই যাতে ত্রিরত্ন বন্দনার ছন্দ ও সুর দিয়ে ড্রিলিং এ অংশগ্রহণ করে। বন্দনা জোরে পড়ার চেষ্টা করবে যাতে সবাই শুনতে পায়।
- বন্দনা পাঠের সময় শিক্ষার্থীদের পালি উচ্চারণের ব্যাপারে লক্ষ্য রাখুন। কোনো উচ্চারণ সঠিক না হলে পুনরায় বলতে বলবেন এবং প্রয়োজন হলে সঠিক উচ্চারণটি বলে দেবেন।

কাজ- ৩

- ত্রিরত্ন বন্দনাটিতে যেসব নতুন শব্দ তারা খুঁজে পাবে সেগুলো পাঠ্যবইয়ের পেছনে "শব্দকোষ" অংশ থেকে পড়তে বলুন।
- "শব্দকোষ" অংশে প্রদত্ত অর্থের বাইরে আরও কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা আছে কিনা জানতে চাইবেন এবং সেগুলোর অর্থ খুঁজে বের করে বুঝতে সাহায্য করুন।

- খেয়াল রাখুন,যাতে সবাই অংশগ্রহণ করে।
- শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা জানিয়ে বিদায় নিন।

ধাপ- ৪

সক্রিয় পরীক্ষণ

কাজ	কার্যক্রম ছক পূরণ
উপকরণ	পাঠ্যবই, কার্যক্রম ছক, সাধারণ শিক্ষা উপকরণ, ইত্যাদি
পদ্ধতি	কার্যক্রম ছক পূরণ, উপস্থাপনা, ইত্যাদি
সেশন	১-২ টি

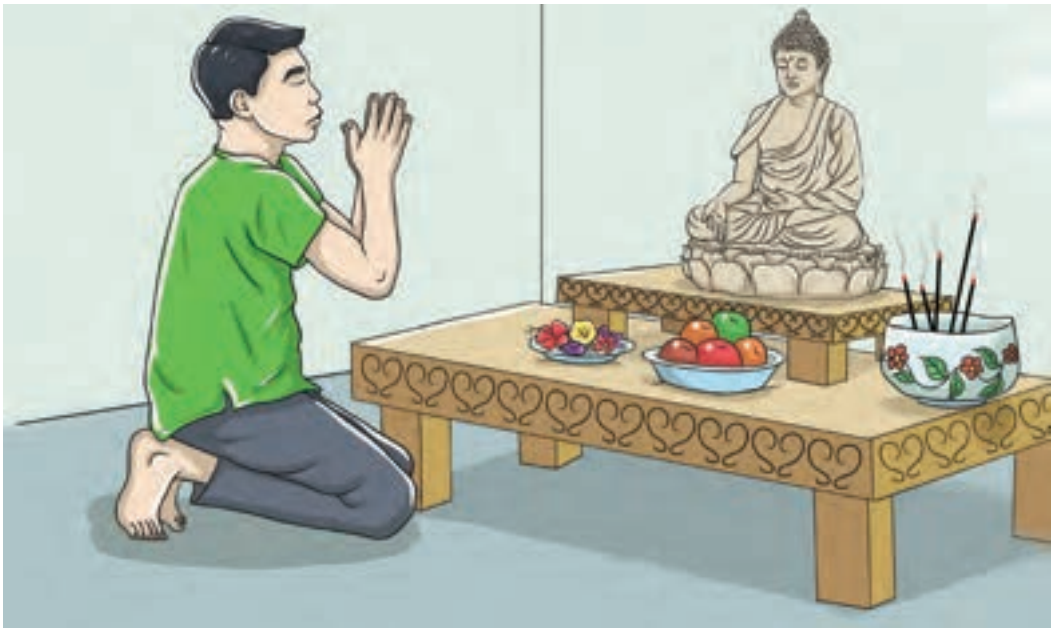

সেশন ৭

- ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করে সেশন শুরু করুন।
- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। তাদের বাসার সবাই কেমন আছে জিজ্ঞাসা করুন। যদি কোনো শিক্ষার্থী বা তার পরিবার পরিজন অসুস্থ থাকে তবে তার আরোগ্য কামনা করে প্রার্থনা করুন।

কাজ-১

- এক সপ্তাহের বন্দনা চর্চা করার পাঠ্যবইয়ে দেয়া রুটিন চার্টটির মত শিক্ষার্থীদের সাত দিনের কার্যক্রম ছক পূরণ করতে বলুন।
- চার্টটি কীভাবে পূরণ করবে তার নির্দেশনা দিন। ছকটিতে বক্সের মত স্থানে (✓) চিহ্ন দিয়ে পূরণ করতে বলুন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ধরনের (.....) শূন্যস্থান রয়েছে। সেখানে প্রয়োজনীয় শব্দটি লিখে শূন্যস্থান পূরণ করে বক্সের মত স্থানে (✓) চিহ্ন দিতে বলুন।
- সাত দিনের কার্যক্রম ছক পূরণের সময় আপনি পরবর্তী অভিজ্ঞতা শুরু করে দিতে পারেন।

কাজ-২

- সাত দিন পর শিক্ষার্থীরা তাদের বন্দনার চার্টটি উপস্থাপন করবে।
- নমুনা প্রশ্ন

১. বন্দনা করতে কেমন লেগেছে?

২. ত্রিরত্ন বন্দনা করে তার মধ্যে নতুন কোনো মানসিক পরিবর্তন এসেছে কিনা?

৩. তাদের কি নিয়মিত বন্দনা করার ইচ্ছা আছে নাকি?

৪. সপ্ত সহাস্থানের নাম মনে আছে?

- শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা করে বিদায় জানান।

মূল্যায়ন

- শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য এ অধ্যায়ের পাঠের সময় আপনি অংশগ্রহণমূলক কাজ/ অন্যান্য কার্যক্রম পর্যবেক্ষন ও যাচাই করে আচরণিক পরিবর্তন এর চলমান মূল্যায়ন করুন। (নমুনা পরিশিষ্টে দেয়া আছে)

ফলাবর্তন

- পরিশেষে সকল শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়ন(শিখন অর্জন) শেষে অগ্রগতি সন্তোষজনক পরিলক্ষিত না হলে প্রয়োজনে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার (Remedial Measures) মধ্যমে শিক্ষার্থীদের পুনরায় নিয়মিত ত্রিরত্ন বন্দনা করতে উদ্বুদ্ধ করুন।
- ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের সমাপ্তি টানুন।

বহুধাপী শিখন অভিজ্ঞতা- ৪

বিষয়- ধর্মীয় উৎসব: কঠিন চীবর দান

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য আপনি শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতা চক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। চলুন অভিজ্ঞতা চক্রটি এক নজরে দেখে নেয়া যাক। ৭টি সেশনের মাধ্যমে এই অভিজ্ঞতাচক্রটি সম্পন্ন করতে পারেন।

অভিজ্ঞতাচক্র- ৪

সেশন পরিকল্পনা

ধাপ- ১

প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

কাজ	কঠিন চীবর দানের অনুষ্ঠানে ফিল্ডট্রিপে যাওয়া
উপকরণ	কলম, নোটবুক, অনলাইন সোর্স ইত্যাদি
পদ্ধতি	ফিল্ড ট্রিপ, পর্যবেক্ষণ, আলোচনা, প্রদর্শন, গান গাওয়া ইত্যাদি
সেশন	২টি

সেশন ১-২

- ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করে সেশন শুরু করুন।
- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। তাদের বাসার সবাই কেমন আছে জিজ্ঞাসা করুন। যদি কোনো শিক্ষার্থী বা তার পরিবার পরিজন অসুস্থ থাকে তবে তার আরোগ্য কামনা করে প্রার্থনা করুন।

কাজ- ১

- প্রথমে সিদ্ধান্ত নিন ফিল্ডট্রিপটি কোথায় হবে। কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠানটি বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে হয়।এলাকার অথবা নিকটস্থ কোনো বিহার অথবা ধর্মপল্লী নির্বাচন করুন।
- স্থান নির্বাচনের পর শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে বাবা-মায়ের কাছে অনুমতিপত্র প্রদানের ব্যবস্থা করুন। বাবা-মায়ের স্বাক্ষরিত অনুমতিপত্র নির্দিষ্ট সময়ে সংগ্রহ করুন।
- ফিল্ডট্রিপে যে যে নির্দেশিকা সবাইকে মেনে চলতে হবে তা শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিন ।ফিল্ডট্রিপে সকল শিক্ষার্থী নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন।
- ফিল্ডট্রিপ বিষয়ে তাদের আরও কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে প্রশ্ন করার সুযোগ দিন এবং তা জানিয়ে দিন।
- শিক্ষার্থীদের বলে রাখুন- নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন – পানি, পোশাক, কলম ও নোটবুক নিয়ে সারিবদ্ধভাবে যানবাহনে উঠবে। যানবাহনে নির্দিষ্ট স্থানে বসবে এবং শান্ত থাকবে। কারো কোনো সমস্যা হলে শিক্ষককে অবশ্যই জানাবে। গন্তব্য স্থানে পৌঁছে সারিবদ্ধভাবে নেমে পড়বে।
- যে শিক্ষার্থীর কোনো চ্যালেঞ্জ আছে সে এই সেশনে কীভাবে নিজেকে সম্পৃক্ত করবে তা ভেবে রাখুন।

কাজ- ২

- নির্দিষ্ট সময়ে যাত্রা শুরু করার চেষ্টা করুন।
- লক্ষ্য করুন সকল শিক্ষার্থী উপস্থিত হয়েছে কিনা। শিক্ষার্থীদের সংখ্যা গুণে যানবাহনে উঠে নির্দিষ্ট স্থানে বসা নিশ্চিত করুন।
- নিরাপদ যাত্রার জন্য সবাই মিলে সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করুন।

কাজ- ৩

- নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে শিক্ষার্থীদেরকে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করতে সহায়তা করুন। যে বিষয়টি তাদের ভালো লাগে তা যেন নোটবুকে লিখে রাখে।
- এছাড়া ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন যাতে শিক্ষার্থীরা চিন্তা করার সুযোগ পায়।

নমুনা প্রশ্ন-

১. তোমরা কী দেখতে পাচ্ছো?

২. কঠিন চীবর কী?

৩. কীভাবে চীবর দান করছে?

৪. কারা চীবর দান করে?

- ফিল্ডট্রিপটি নিরাপদ ও সুন্দর হয়েছে তাই সকল শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ দিয়ে ও শুভকামনা করে বিদায় জানান।

বিকল্প কাজ

- কোনো কারণে ফিল্ডট্রিপ করা সম্ভব না হলে বিকল্প কাজের ব্যবস্থা ভেবে রাখুন। যেমন- আপনার নিজের অথবা কঠিন চীবর প্রাপ্ত কোনো ভিক্ষুকে আমন্ত্রণ জানিয়ে Geast Speaker তার অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের সাথে বিনিময় করুন।

বাড়ির কাজ

- শিক্ষার্থীদের বাড়িতে গিয়ে বাবা-মা/অভিভাবককে কঠিন চীবর দান সম্পর্কে তাদের ধারণা জিজ্ঞাসা করতে বলুন। তাদের কাছ থেকে যা জানবে তা লিখে পরবর্তী সেশনে নিয়ে আসবে।

ধাপ-২

প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

কাজ	কঠিন চীবর দানের ফিল্ড ট্রিপের অভিজ্ঞতা বিনিময়
উপকরণ	সাধারণ উপকরণ ইত্যাদি
পদ্ধতি	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, অভিজ্ঞতা বিনিময় ইত্যাদি
সেশন	১টি

সেশন ৩

- ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করে সেশন শুরু করুন।
- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। তাদের বাসার সবাই কেমন আছে জিজ্ঞাসা করুন। যদি কোনো শিক্ষার্থী বা তার পরিবার পরিজন অসুস্থ থাকে তবে তার আরোগ্য কামনা করে প্রার্থনা করুন।

কাজ-১

- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সবার সামনে এসে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন-

১. তারা ফিল্ডট্রিপে কী কী দেখেছিল।

২. কোন কোন বিষয় তাদের ভালো লেগেছিল?

৩. কেউ কী কোনো ছবি তুলেছিলো?

- এক্ষেত্রে নোট থেকে দেখে চিন্তা করতে শিক্ষার্থীদের ৫ মিনিট সময় দিন ।
- ৫ মিনিট পর একে একে সবাই সামনে এসে তাদের অভিজ্ঞতা উপস্থাপনা করবে। বলতে বা শুনতে যেসব শিক্ষার্থীর চ্যালেঞ্জ রয়েছে তাদেরকে লিখিতভাবে বা অন্য কোনো উপায়ে উপস্থাপনার সুযোগ করে দিন।
- এ সময় শিক্ষার্থীদের লজ্জা, ভয়,হাত- পা কাঁপুনি, কথা জড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদি হতে পারে। আবার অনেকেই সাবলীলভাবে সুন্দরভাবে উপস্থাপনও করতে পারে। সমস্ত বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করুন।
- সকল ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনায় উৎসাহিত করুন এবং তাদের উপস্থাপনার প্রশংসা করুন। কাজটি করতে শিক্ষার্থীদের কেমন লেগেছে, তা জিজ্ঞাসা করুন।
- এসময় খেয়াল রাখুন সবাই মনযোগ দিয়ে শুনছে কিনা। নতুন কোনো তথ্য জানলে অন্য শিক্ষার্থীরা তা নোট করে রাখবে।
- শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা জানিয়ে বিদায় নিন।

ধাপ- ৩

বিমূর্ত ধারণায়ন

কাজ	কঠিন চীবর দানের বিষয়ে আলোচনা করা
উপকরণ	চিত্র, পাঠ্যবই ইত্যাদি
পদ্ধতি	আলোচনা, প্রদর্শন, গান করা ইত্যাদি
সেশন	২টি

সেশন ৪-৫

- ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করে সেশন শুরু করুন।
- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। তাদের বাসার সবাই কেমন আছে জিজ্ঞাসা করুন। যদি কোনো শিক্ষার্থী বা তার পরিবার পরিজন অসুস্থ থাকে তবে তার আরোগ্য কামনা করে প্রার্থনা করুন।

কাজ- ১

- আলোচনার মাধ্যমে কঠিন চীবর দানের ধারণা দিন।

১. কঠিন চীবর দান কী?

২. কঠিন চীবর দান প্রবর্তনের পটভূমি

৩. কঠিন চীবর দানের নিয়মাবলী।

৪. কঠিন চীবর দানের সুফল।

৫. কঠিন চীবরদানের সামাজিক গুরুত্ব ও আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।

- আলোচনায় সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন। এসময় কঠিন চীবর দান সম্পর্কীত গান, ছবি, ভিডিও চিত্র ব্যবহার করুন।
- নিচের লিঙ্ক অথবা কিউ আর কোড (QR Code) স্ক্যান করে কঠিন চীবর দানের গান, ভিডিও পাবেন।

লিংক ১

https://www.youtube.com/watch?v=xRfv৬kFqNMw

লিংক ২

https://www.youtube.com/watch?v=Y৯Q_১৯২kxdA

লিংক ৩

https://www.youtube.com/watch?v=RXJTj৩t-WRg

কাজ- ২

- নিম্নে কঠিন চীবর দান সম্পর্কীত একটি রয়েছে। সকল শিক্ষার্থী মিলে কঠিন চীবর দানের গানটি সবাই একসাথে গাবেন।

বৌদ্ধ ধর্ম সঙ্গী মোরা
প্রণাম করি প্রথম আমরা
প্রণাম করি পূজনীয় ভান্তেদের চরণে
আজি কঠিন চীবর দান করিবো বৌদ্ধ সংঘের নামে।

এমন দানটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দানের শ্রেষ্ঠ এ দান বৌদ্ধ মুখের বাণী

কঠিন চীবর দানি যারা
মহাপুন্যের ভাগী তারা
দান করিলে বুদ্ধ রবে ভক্তিযুক্ত মনে
আজি কঠিন চীবর দান করিবো বৌদ্ধ সংঘের নামে।

এমন দানটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দানের শ্রেষ্ঠ এ দান বৌদ্ধ মুখের বাণী

- এসময় খেয়াল রাখুন সবাই অংশগ্রহণ করছে কিনা।
- শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা জানিয়ে বিদায় নিন।

ধাপ- ৪

সক্রিয় পরীক্ষণ

কাজ	কঠিন চীবর দানের সিমুলেশন করা
উপকরণ	সাধারন শিক্ষা উপকরণ, গান, কবিতা, বন্দনা ইত্যাদি
পদ্ধতি	দলগত কাজ, সিমুলেশন, অভিনয় ইত্যাদি
সেশন	২ টি

সেশন ৬-৭

- ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করে সেশন শুরু করুন।
- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। তাদের বাসার সবাই কেমন আছে জিজ্ঞাসা করুন। যদি কোনো শিক্ষার্থী বা তার পরিবার পরিজন অসুস্থ থাকে তবে তার আরোগ্য কামনা করে প্রার্থনা করুন।

কাজ- ১

- শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী দল ভাগ করে দিন।
- এক্ষেত্রে একীভূতকরণের বিষয়টি লক্ষ রাখবেন। একীভূতকরণে জেন্ডার, বিভিন্ন শ্রেণির সংমিশ্রণ ও বৈচিত্র্য নিশ্চিত করুন।

কাজ- ২

- সিমুলেশনে উপস্থাপনের পূর্বে তাদের বলুন তারা যাতে কাজ ভাগ করে নেয় এবং মহড়ার মাধ্যমে নিজেরদের যাতে প্রস্তুত করে রাখে।
- মহড়ার সময় শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করুন। কোনও ত্রুটি বিচ্যুতি/ সমস্যা থাকলে তা সংশোধন বা সমাধানে প্রস্তুত থাকুন।
- ভুল ত্রুটি/ সমস্যা শনাক্ত করে সাথে সাথে লিখে রাখুন।
- শিক্ষার্থীদের এসব বিষয়ে অবহিত করুন।
- তাদের বানানো অভিনয় উপকরণগুলো পরিদর্শন করুন।

কাজ- ৩

- দলগুলোকে কঠিন চীবর দান চর্চার সিমুলেশনে অংশগ্রহণ এর ব্যবস্থা করে দিন।
- এ সিমুলেশনে যেভাবে কঠিন চীবর দান করা হয় তা শিক্ষার্থীরা দেখাবে।
- দলের সকলে যাতে অংশগ্রহণ করে তা নিশ্চিত করুন।
- এ সিমুলেশন শেষে তাদের কাজটির জন্য প্রশংসা করুন এবং ধন্যবাদ জানান।

মূল্যায়ন

- শিক্ষার্থীদের আচরণ যাচাই-তালিকার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করুন। একটি নমুনা পর্যবেক্ষণ যাচাই-তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া আছে।
- শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ যাচাই-তালিকার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করুন। একটি নমুনা পর্যবেক্ষণ যাচাই-তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া আছে।

ফলাবর্তন

- পরিশেষে সকল শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়ন (শিখন অর্জন) শেষে অগ্রগতি সন্তোষজনক পরিলক্ষিত না হলে প্রয়োজনে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার (Remedial Measures) মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কঠিন চীবর দান করতে উদ্বুদ্ধ করুন।
- ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের সমাপ্তি টানুন।

যোগ্যতা নং- ৩

বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক শিক্ষা মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন করে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চর্চা করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পারা।

যোগ্যতার ব্যাখ্যা

- বয়স উপযোগী বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মীয় মূল্যবোধ জেনে ও উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন।
- মূল্যবোধসমূহ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে যতোটুকু সম্ভব চর্চা করা।
- মূল্যবোধসমূহ মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে সাধ্য অনুযায়ী নিজেকে সম্পৃক্ত করা।

বিশেষ নির্দেশনা

৩ টি বহুধাপী অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষক এই যোগ্যতাটি প্রদান করবেন মোট ২৬টি সেশনে।

এই যোগ্যতায় যা যা থাকবে-

১. সূত্র ও নীতিগাথা

- করণীয় মৈত্রী সূত্র
- নিধিকন্ড সূত্র
- ধর্মপদ গ্রন্থের বাছাইকৃত নীতিগাথা।

২. জাতক, চরিতমালা ও উপাখ্যান

- শীল মীমাংসা জাতক
- জনসন্ধ জাতক
- আনন্দ থের
- মহাপ্রজাপতি গৌতমী
- বিশাখা

বহুধাপী শিখন অভিজ্ঞতা- ৫

বিষয়- সূত্র ও নীতিগাথা

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য আপনি শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতা চক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। চলুন অভিজ্ঞতা চক্রটি এক নজরে দেখে নেয়া যাক। ৭টি সেশনের মাধ্যমে এই অভিজ্ঞতাচক্রটি সম্পন্ন করতে পারেন।

অভিজ্ঞতাচক্র- ৫

সেশন পরিকল্পনা

ধাপ- ১

প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

কাজ	মদনমোহন তর্কালঙ্কার এর "আমার পণ" কবিতাটি আবৃত্তি করা
উপকরণ	সাধারণ শিক্ষা উপকরণ, কবিতা, ইউটিউব, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি
পদ্ধতি	ড্রিলিং, আবৃত্তি, গান করা ইত্যাদি
সেশন	১ টি

সেশন ১

- ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করে সেশন শুরু করুন।
- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। তাদের বাসার সবাই কেমন আছে জিজ্ঞাসা করুন। যদি কোনো শিক্ষার্থী বা তার পরিবার পরিজন অসুস্থ থাকে তবে তার আরোগ্য কামনা করে প্রার্থনা করুন।

কাজ- ১

- শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন তাদের কেউ মদনমোহন তর্কালঙ্কার এর নাম শুনেছে কিনা এবং তার "আমার পণ" কবিতাটি জানে কিনা?
- কেউ ছড়াটি জানলে তাকে আবৃত্তি করার অনুরোধ করুন। এক্ষেত্রে যেভাবেই আবৃত্তি করুক না কেন, আপনি উৎসাহ দিবেন এবং তাদের সাথে অংশগ্রহণ করবেন।কেউ না জানলে ,আপনি যদি নিজে জেনে থাকেন কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনান অথবা ইউটিউব বা অন্য কোনো উৎস হতে একটি অডিও শোনান। অন্য বিশেষ কোন ডিভাইস না থাকলে মোবাইলের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের কবিতাটি শোনান।
- কবিতাটি নিচে দেওয়া হল-

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
সারা দিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।
আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে,
আমি যেন সেই কাজ করি ভালো মনে।
ভাইবোন সকলেরে যেন ভালোবাসি,
এক সাথে থাকি যেন সবে মিলেমিশি।
ভালো ছেলেদের সাথে মিশে করি খেলা,
পাঠের সময় যেন নাহি করি হেলা।
সুখী যেন নাহি হই আর কারো দুখে,
মিছে কথা কভু যেন নাহি আসে মুখে।
সাবধানে যেন লোভ সামলিয়ে থাকি,
কিছুতে কাহারে যেন নাহি দেই ফাঁকি।
ঝগড়া না করি যেন কভু কারো সনে,
সকালে উঠিয়া এই বলি মনে মনে।

- নিচের লিংক কিউ আর কোড থেকে কবিতাটির একটি ভিডিও পেয়ে যাবেন।

লিংক-

https://www.youtube.com/watch?v=XI৮ACoXrsxk

- চেষ্টা করবেন সবাই যাতে ড্রিলিং এ অংশগ্রহণ করে।
- ড্রিলিং মানে হল শিক্ষক, বা টেপ বা অন্য ছাত্র দ্বারা সরবরাহিত একটি মডেল শোনা এবং যা শোনা হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি করা। আপনি নিজে এক লাইন আবৃত্তি করার পর শিক্ষার্থীরা সমস্বরে সেই লাইনটি পুনরায় আবৃত্তি করবে। এভাবে সম্পুর্ণ কবিতাটি ড্রিলিং শিক্ষণ পদ্ধতিতে আবৃত্তি করুন।
- শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা জানিয়ে বিদায় নিন।

ধাপ- ২

প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

কাজ	সূত্র ও নীতিগাথা (করণীয় মৈত্রী সূত্র/ নিধিকণ্ড সূত্র/ধর্মপদের কয়েকটি নীতিগাথা) বিষয়ে তথ্যবৃক্ষ তৈরি করা
উপকরণ	সাধারণ উপকরণ,পোস্টার, কাঁচি, আথা,ধর্মীয় বই, ইন্টারনেট ইত্যাদি
পদ্ধতি	তথ্যবৃক্ষ তৈরি, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, প্রদর্শন ইত্যাদি
সেশন	২ টি

সেশন ২-৩

- ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করে সেশন শুরু করুন।
- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। তাদের বাসার সবাই কেমন আছে জিজ্ঞাসা করুন। যদি কোনো শিক্ষার্থী বা তার পরিবার পরিজন অসুস্থ থাকে তবে তার আরোগ্য কামনা করে প্রার্থনা করুন।

কাজ- ১

- পূর্বের সেশনে যে কবিতাটি তারা শিখেছিল শিক্ষার্থীদের সেই কবিতার লাইনগুলোর অর্থ নিয়ে ভাবতে বলুন।
- কবিতাটিতে আমাদের কী কী করা উচিৎ তা বলা হয়েছে, তার একটি তালিকা তৈরি করতে বলুন। এ কাজটি একক/জোড়ায়/ দলগতভাবে হতে পারে।
- উভয় ক্ষেত্রে একীভূতকরণের বিষয়টি লক্ষ রাখবেন। একীভূতকরণে জেন্ডার, বিভিন্ন শ্রেণির সংমিশ্রণ ও বৈচিত্র্য নিশ্চিত করুন।
- তেমনি বৌদ্ধ ধর্মের অনেক সূত্র ও নীতিগাথায় আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে কী করা উচিৎ এবং কী করা উচিৎ না তা উল্লেখ করা হয়েছে।

কাজ- ২

- শিক্ষার্থীরা কোন কোন সূত্র ও নীতিগাথা জানে বা নাম শুনেছে তার একটি তালিকা তৈরি করতে বলুন। এই তালিকাটি বাড়ির কাজ বা শ্রেণিতে করতে পারে।
- তালিকাটিতে খেয়াল করুন– করণীয় মৈত্রী সূত্র, নিধিকণ্ড সূত্র, ধর্মপদের কয়েকটি নীতিগাথা এই নামগুলি আছে কিনা। না থাকলে আপনি এই সূত্র ও নীতিগাথাগুলি সহ আরও কিছু সূত্র ও নীতিগাথার নাম বলুন।
- প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে এ বিষয়ে ভাবতে প্রেষণা দিবেন।

কাজ- ৩

- শিক্ষার্থীদের তিনটি দলে ভাগ করুন। দলে ভাগ করার সময় একীভুতকরণ, জেন্ডার সমতা, বিভিন্ন শ্রেণির সংমিশ্রণ ও বৈচিত্র্য নিশ্চিত করুন।
- প্রত্যেকটি দলকে যেকোনো একটি সূত্র ও নীতিগাথা (করণীয় মৈত্রী সূত্র/ নিধিকণ্ড সূত্র/ধর্মপদের কয়েকটি নীতিগাথা) বিষয়ে তথ্যবৃক্ষ তৈরি করতে বলুন।
- প্রত্যেকটি দলকে একটি সাদা, খয়েরী ও সবুজ পোস্টার পেপার দিন। খয়েরী কাগজ কাঁচি দিয়ে কেটে শিক্ষার্থীদের একটি পাতাবিহীন গাছ , এবং সবুজ কাগজ কেটে তাদের পছন্দের ডিজাইন অনুযায়ী কয়েকটি মৌলিক পাতা তৈরি করতে বলুন। দেখতে অনেকটা নিচের মত হবে।

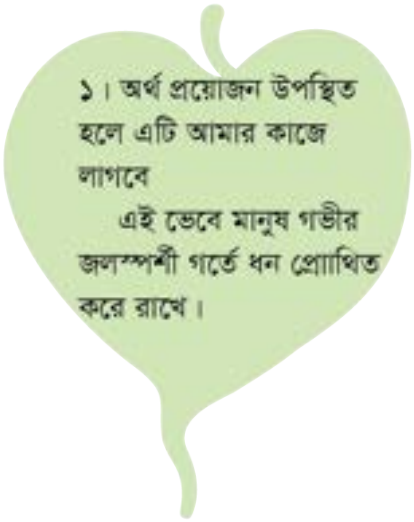

- প্রতেকটি পাতাতে যেকোনো একটি সূত্র ও নীতিগাথার বাণীগুলো পালি ও বাংলায় লিখে আঠা দিয়ে লাগিয়ে একটি তথ্যবৃক্ষ তৈরি করতে এবং সবার সামনে উপস্থাপনা করতে বলুন।
- বাণীগুলো পালি ও বাংলায় লেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় বই, ইন্টারনেট বা অন্যন্য উৎস থেকে থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে সহায়তা করুন।
- প্রত্যেকটি দলের উপস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করুন।
- অন্য শিক্ষার্থীরা এই তথ্যবৃক্ষ উপস্থাপনের যদি কোনো সংযোজন- বিয়োজনের বিষয় থাকে। তাহলে

সেটা নোট করে রাখবে। শিক্ষক এই বিষয়টি খেয়াল রাখবে যাতে সবাই অংশগ্রহণ করে।

- তথ্যবৃক্ষের পোস্টারটি শ্রেণির দেয়ালে টানানোর ব্যবস্থা করুন।
- শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা জানিয়ে বিদায় নিন।

ধাপ- ৩

বিমূর্ত ধারণায়ন

কাজ	সূত্র ও নীতিগাথা (করণীয় মৈত্রী সূত্র, নিধিকণ্ড সূত্র, ধর্মপদের কয়েকটি নীতিগাথা) বিষয়বস্তুর গভীর ধারণা প্রদান
উপকরণ	চিত্র, পাঠ্যবই, ভিডিও/অডিও, ইউটিউব ইত্যাদি
পদ্ধতি	প্রদর্শন, আলোচনা, প্রশ্ন-উত্তর ইত্যাদি
সেশন	৪ টি

সেশন ৪-৭

- ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করে সেশন শুরু করুন।
- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। তাদের বাসার সবাই কেমন আছে জিজ্ঞাসা করুন। যদি কোনো শিক্ষার্থী বা তার পরিবার পরিজন অসুস্থ থাকে তবে তার আরোগ্য কামনা করে প্রার্থনা করুন।

কাজ- ১

- আলোচনা, প্রশ্নোত্তর শিক্ষণ কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সূত্র ও নীতিগাথা (করণীয় মৈত্রী সূত্র, নিধিকণ্ড সূত্র, ধর্মপদের কয়েকটি নীতিগাথা) বিষয়বস্তুর গভীর ধারণা দিন।
- সহজলভ্য ছবি, ভিডিও/অডিও এর মাধ্যমে মূল বিষয়বস্তু তুলে ধরতে পারেন।
- ইন্টারনেটে করণীয় মৈত্রী সূত্র, নিধিকণ্ড সূত্র, ধর্মপদের কয়েকটি নীতিগাথার লিংক পেয়ে যাবেন। নিচে কয়েকটি লিংক ও কিউ আর কোড দেওয়া হল-

করনীয় মৈত্রী সূত্র

https://www.youtube.com/watch?v=kRLBGjnF৪vk

নিধিকণ্ড সূত্র

https://www.youtube.com/watch?v=NKziuKyC০২I

- শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা জানিয়ে বিদায় নিন।

ধাপ- ৪

সক্রিয় পরীক্ষণ

কাজ	পরিকল্পনা পত্র তৈরি করা
উপকরণ	খাতা কলম, পাঠ্যবই ইত্যাদি
পদ্ধতি	একক কাজ, ব্রেইন স্টর্মিং, পরিকল্পনা ইত্যাদি
সেশন	১ টি

সেশন ৮

- ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করে সেশন শুরু করুন।
- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। তাদের বাসার সবাই কেমন আছে জিজ্ঞাসা করুন। যদি কোনো শিক্ষার্থী বা তার পরিবার পরিজন অসুস্থ থাকে তবে তার আরোগ্য কামনা করে প্রার্থনা করুন।

কাজ- ১

- করণীয় মৈত্রী সূত্র, নিধিকণ্ড সূত্র , ধর্মপদের কয়েকটি নীতিগাথার কোন কোন বিষয় নিজ জীবনে কীভাবে প্রয়োগ বা চর্চা করা যায় অন্যদেরও চর্চা করতে উদ্বুদ্ধ করা তার একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে বলুন।

মূল্যায়ন

- শিক্ষার্থীদের আচরণ যাচাই-তালিকার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করুন। একটি নমুনা পর্যবেক্ষণ যাচাই-তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া আছে।
- শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ যাচাই-তালিকার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করুন। একটি নমুনা পর্যবেক্ষণ যাচাই-তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া আছে।

ফলাবর্তন

- পরিশেষে সকল শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়ন (শিখন অর্জন) শেষে অগ্রগতি সন্তোষজনক পরিলক্ষিত না হলে প্রয়োজনে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার (Remedial Measures) মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত সূত্র ও নীতিগাথা পালন করতে উদ্বুদ্ধ করুন।
- ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের সমাপ্তি টানুন।

বহুধাপী শিখন অভিজ্ঞতা- ৬

বিষয়- জাতক, চরিতমালা ও উপাখ্যান

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য আপনি শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতা চক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। চলুন অভিজ্ঞতা চক্রটি এক নজরে দেখে নেয়া যাক। ১১টি সেশনের মাধ্যমে এই অভিজ্ঞতাচক্রটি সম্পন্ন করতে পারেন।

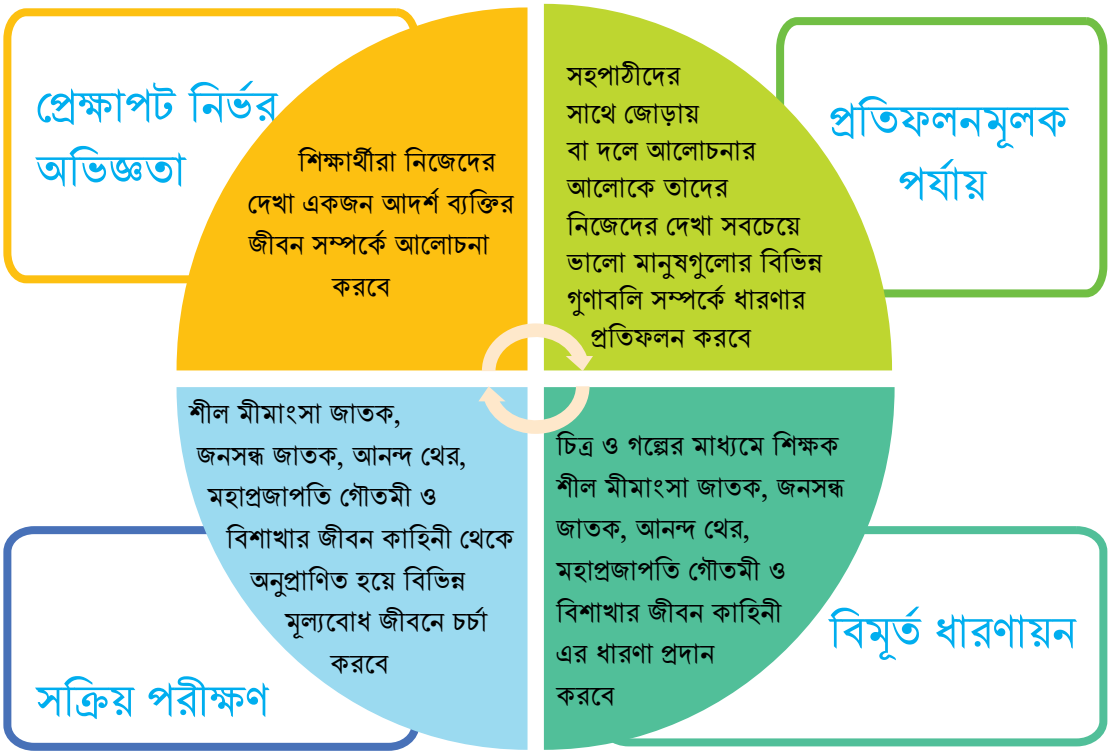

অভিজ্ঞতাচক্র- ৬

সেশন পরিকল্পনা

ধাপ-১

প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

কাজ	নিজের দেখা একজন আদর্শ ব্যক্তির জীবন সম্পর্কে আলোচনা করবে
উপকরণ	শিক্ষার সাধারণ উপকরণ ইত্যাদি
পদ্ধতি	ব্রেইন স্টর্মিং, অভিজ্ঞতা বিনিময়, আলোচনা, প্রশ্ন-উত্তর ইত্যাদি
সেশন	১ টি

সেশন ১

- ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করে সেশন শুরু করুন।
- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। তাদের বাসার সবাই কেমন আছে জিজ্ঞাসা করুন। যদি কোনো শিক্ষার্থী বা তার পরিবার পরিজন অসুস্থ থাকে তবে তার আরোগ্য কামনা করে প্রার্থনা করুন।

কাজ-১

- শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চান তাদের দেখা সবচেয়ে ভালো মানুষ কে। এ বিষয়ে তাকে চিন্তা করতে ৫ মিনিট সময় দিন।
- সময় শেষ হলে একে একে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অথবা দৈবচয়নের মাধ্যমে বাছাইকৃত শিক্ষার্থীদের কাছে তার দেখা সবচেয়ে ভালো মানুষের নাম ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করুন।

বাড়ির কাজ

- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে তার দেখা সবচেয়ে ভালো মানুষটি সম্পর্কে লিখে নিয়ে আসতে বলুন। বাড়ির কাজের জন্য সঠিক নির্দেশনা দিন।

নমুনা প্রশ্ন

১. তোমার দেখা সবচেয়ে ভালো মানুষ কে?

২. তাকে তোমার কেনো ভালো লাগে?

৩. তার কোন কোন গুণ আছে?

৪. তার গুণগুলি কীভাবে মানুষের জন্য মঙ্গলজনক?

৫. তার কোন গুণটি/কাজটি তোমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে?

- বাড়ির কাজটি বুঝিয়ে দিয়ে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেশন শেষ করুন।

ধাপ-২

প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

কাজ	সহপাঠীদের সাথে চারিত্রিক গুণাবলী আলোচনা করবে
উপকরণ	সাধারণ উপকরণ, পোস্টার ইত্যাদি
পদ্ধতি	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, প্রদর্শন, অভিজ্ঞতা বিনিময় ইত্যাদি
সেশন	২টি

সেশন ২-৩

- ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করে সেশন শুরু করুন।
- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। তাদের বাসার সবাই কেমন আছে জিজ্ঞাসা করুন। যদি কোনো শিক্ষার্থী বা তার পরিবার পরিজন অসুস্থ থাকে তবে তার আরোগ্য কামনা করে প্রার্থনা করুন।

কাজ- ১

- পূর্ববর্তী সেশনে শিক্ষার্থীরা যে বাড়ির কাজটি করছে সেই লেখা সবার সামনে উপস্থাপন করতে বলুন।
- একজন শিক্ষার্থীর উপস্থাপনার সময় অন্যান্য শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনছে কিনা তা লক্ষ্য রাখুন।

কাজ- ২

- শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অনুযায়ী তাদের দলে অথবা জোড়ায় ভাগ করুন।
- দলে ভাগ করার সময় একীভুতকরণ, জেন্ডার সমতা, বিভিন্ন শ্রেণির সংমিশ্রণ ও বৈচিত্র্য নিশ্চিত করুন।
- শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে যার যার কথা লিখেছে, সে বিষয়ে দলে আলোচনা করতে বলুন।
- প্রত্যেক সদস্য যে যে গুণগুলোর/কাজগুলোর কথা লিখেছে, সেগুলো চিহ্নিত করে একটি তালিকা তৈরি করতে বলুন।

মানবিক গুণ

সততা

সত্যবাদিতা

মিষ্টভাষিতা

দানশীলতা

নেতৃত্ব

বন্ধুত্ব

ক্ষমাশীলতা

পরোপকার

মৈত্রীভাব

কাজ- ৩

- শিক্ষার্থীদের তালিকা তৈরি হয়ে গেলে সকল দলের তালিকা একত্রিত করে একটি বড় তালিকা তৈরি করতে বলুন।
- তালিকাটি একটি পোস্টারে সুন্দর করে লিখে শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করতে বলুন।
- এই তালিকার সাথে মিলিয়ে শীল মীমাংসা জাতক, জনসন্ধ জাতক, আনন্দ থের, মহাপ্রজাপতি গৌতমী ও বিশাখা এই পাঠগুলো উপস্থাপন করার চেষ্টা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা করে বিদায় জানান।

ধাপ- ৩

বিমূর্ত ধারণায়ন

কাজ	শীল মীমাংসা জাতক, জনসন্ধ জাতক, আনন্দ থের, মহাপ্রজাপতি গৌতমী ও বিশাখার চিত্র সহকারে গল্প শোনা
উপকরণ	চিত্র, পাঠ্যবই, রিসোর্স বই, অনলাইন সোর্স ইত্যাদি

পদ্ধতি	প্রদর্শন, গল্প বলা, প্রশ্ন-উত্তর, আলোচনা ইত্যাদি ।
সেশন	৬টি

সেশন ৪-৯

- ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করে সেশন শুরু করুন।
- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন।তাদের বাসার সবাই কেমন আছে জিজ্ঞাসা করুন। যদি কোনো শিক্ষার্থী বা তার পরিবার পরিজন অসুস্থ থাকে তবে তার আরোগ্য কামনা করে প্রার্থনা করুন।

কাজ- ১

- শীল মীমাংসা জাতক, জনসন্ধ জাতক, আনন্দ থের, মহাপ্রজাপতি গৌতমী ও বিশাখা সম্পর্কিত ছবি দেওয়ালে টানিয়ে দিন।

কাজ ২

- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই হুবুহু পড়ে শোনানোর দরকার নেই।
- বিষয়ে ধারণা আছে এমন কোনো ব্যক্তিকে/শিক্ষককে আমন্ত্রণ জানিয়ে অথবা নিজে সহায়ক তথ্যের আলোকে চিত্র প্রদর্শন,গল্প বলা ও পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া অংশগ্রহণমুলক কাজের মাধ্যমে শীল মীমাংসা জাতক, জনসন্ধ জাতক, আনন্দ থের, মহাপ্রজাপতি গৌতমী ও বিশাখার ধারণা তুলে ধরুন।
- সম্ভব হলে অডিও-ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে জাতক, চরিতমালা ও উপাখ্যানগুলো (শীল মীমাংসা জাতক, জনসন্ধ জাতক, আনন্দ থের, মহাপ্রজাপতি গৌতমী ও বিশাখা) উপস্থাপন করুন।
- শিক্ষার্থীরা আলোচনা/অডিও-ভিডিও প্রদর্শনে মনোযোগ দিচ্ছে কিনা লক্ষ্য রাখুন।
- শিক্ষার্থীদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আলোচনার মাধ্যমে উত্তর প্রদান করুন।
- সবসময় খেয়াল রাখতে হবে শিক্ষার্থীরা যাতে মনোযোগ দিয়ে তার গল্প শুনে।
- প্রতিটি সেশন শেষে শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা করে বিদায় জানান।

ধাপ- ৪

সক্রিয় পরীক্ষণ

কাজ	শীল মীমাংসা জাতক, জনসন্ধ জাতক, আনন্দ থের, মহাপ্রজাপতি গৌতমী ও বিশাখার মানবীয় গুণাবলী চর্চা করবে।
উপকরণ	ডায়রি, পাঠ্যবই, সাধারণ শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি।
পদ্ধতি	দলগত কাজ, ডায়রী লিখা ইত্যাদি।
সেশন	২ টি

সেশন ১০-১১

- ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করে সেশন শুরু করুন।
- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। তাদের বাসার সবাই কেমন আছে জিজ্ঞাসা করুন। যদি কোনো শিক্ষার্থী বা তার পরিবার পরিজন অসুস্থ থাকে তবে তার আরোগ্য কামনা করে প্রার্থনা করুন।

কাজ- ১

- অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে সেগুলো তারা জোড়ায় আলোচনা করবে।
- শীল মীমাংসা জাতক, জনসন্ধ জাতক, আনন্দ থের, মহাপ্রজাপতি গৌতমী, বিশাখার উপদেশের/ মানবীয় গুণের তালিকা তৈরি করতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত গুণগুলো বোর্ডে লিখুন।

কাজ- ২

- বোর্ডে লিখিত মানবীয় গুণাবলি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আলোচনা করতে বলুন।
- আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে-

১. চিহ্নিত মানবীয় গুণাবলি বলতে কী বোঝায়?

২. এই চরিত্রের গুণগুলি জানাশোনা/পরিবার/পরিচিত কারও মাঝে দেখা যায় কিনা?

৩. এই চরিত্রের গুণগুলি কীভাবে মানুষের জন্য মঙ্গলজনক?

বাড়ির কাজ

কাজ- ১

- চিহ্নিত গুণগুলির মধ্যে যেসব গুনাবলি/কাজ শিক্ষার্থী নিজের জীবনে চর্চা করতে চায়, তা চিন্তা করে নির্ণয় করতে বলুন।

আমি যেসব মানবীয় গুণাবলি চর্চা করতে চাই

কাজ- ২

- শিক্ষার্থীদের একটি ডায়রিতে এই মানবীয় গুণাবলি কখন, কীভাবে, কোথায় চর্চা করছে তা বিস্তারিত লিখে রাখতে বলুন।

মূল্যায়ন

- শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য এ অধ্যায়ের পাঠের সময় আপনি অংশগ্রহণমূলক কাজ / আচরনিক পরিবর্তন / অর্পিত কাজ / প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য কার্যক্রম পর্যবেক্ষন ও যাচাই করে চলমান মূল্যায়ন করুন।(নমুনা পরিশিষ্টে দেয়া আছে(
- এক সপ্তাহ পর ডায়রীটি দেখে শিক্ষার্থীরা তাদের নৈতিক বা মানবীয় গুণাবলি সঠিকভাবে চর্চা করতে পেরেছে কিনা তা মূল্যায়ন করুন।
- শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা করে বিদায় জানান।

ফলাবর্তন

- পরিশেষে সকল শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়ন (শিখন অর্জন) শেষে অগ্রগতি সন্তোষজনক পরিলক্ষিত না হলে প্রয়োজনে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার (Remedial Measures) মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত মানবীয় গুণাবলী অর্জন ও চর্চা করতে উদ্বুদ্ধ করুন।
- ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের সমাপ্তি টানুন।

বহুধাপী শিখন অভিজ্ঞতা- ৭

বিষয়- বৌদ্ধধর্মে পরমতসহিষ্ণুতা

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য আপনি শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতা চক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। চলুন অভিজ্ঞতা চক্রটি এক নজরে দেখে নেয়া যাক। ৮টি সেশনের মাধ্যমে এই অভিজ্ঞতাচক্রটি সম্পন্ন করতে পারেন।

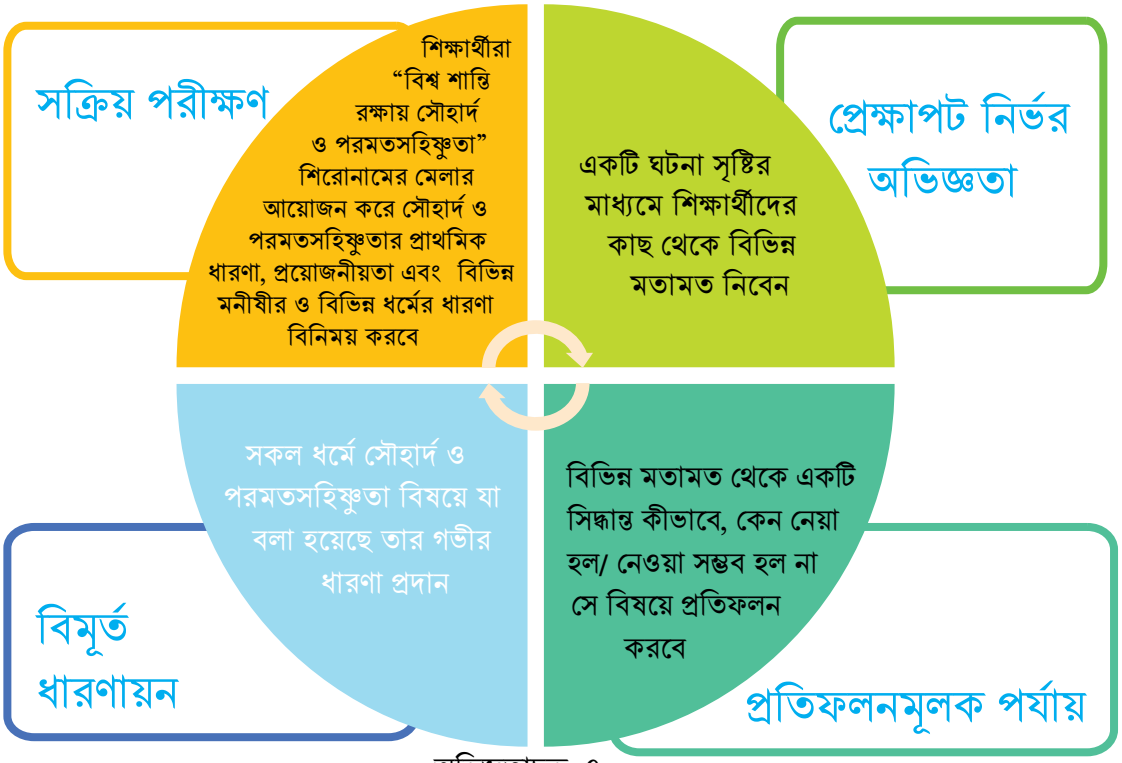

অভিজ্ঞতাচক্র- ৭

সেশন পরিকল্পনা

ধাপ- ১

প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

কাজ	ঘটনার প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীরা মতামত বাক্সে চিরকুট দিবে ।
উপকরণ	চিরকুট, মতামত বাক্স, সাধারন শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি।
পদ্ধতি	আলোচনা, প্রদর্শন ইত্যাদি।
সেশন	২ টি

প্রস্তুতি

- চিরকুটের কাগজ ও মতামত বাক্স তৈরি করে রাখুন। এ কাজটি শিক্ষার্থীদের দিয়েও করাতে পারে।

সেশন ১-২

- ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করে সেশন শুরু করুন।
- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। তাদের বাসার সবাই কেমন আছে জিজ্ঞাসা করুন। যদি কোনো শিক্ষার্থী বা তার পরিবার পরিজন অসুস্থ থাকে তবে তার আরোগ্য কামনা করে প্রার্থনা করুন।

কাজ- ১

- বিভিন্ন মতামত দেবার সুযোগ আছে এমন একটি ঘটনা অবতারণা করুন বা বিষয় নির্বাচন করুন।
- শ্রেণিতে কোথায় বসা যায়/কোথায় বেড়াতে যাওয়া যায়/ পিকনিকে কী কী রান্না হবে/আজকে সবাই মিলে কোন খেলাটি খেলবে ইত্যাদি)

কাজ- ২

- সকল শিক্ষার্থীকে চিন্তা করতে বলুন এবং মতামত দিতে বলুন।
- দেখবেন মতামত দেবার সময় সবাই হট্টগোল শুরু করে দিচ্ছে এবং একেকজন একেক রকম মতামত দিচ্ছে।
- তাদেরকে শান্ত করে তাদের মতামত পৃথকভাবে চিরকুটে লিখতে বলুন এবং চিরকুটগুলো মতামত বক্সে জমা করতে বলুন।
- খেয়াল রাখুন সবাই যাতে মতামত জমা দেয়।

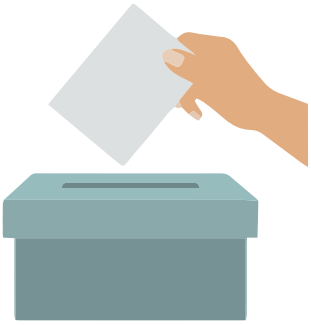

মতামত

কাজ- ৩

- চিরকুটে লেখা সবার মতামত পড়ে শোনান । খেয়াল করবেন সবাই যায়ে মনোযোগ দিয়ে মতামত শোনে।
- এক্ষেত্রে যেকোন সিদ্ধান্ত নিতে গেলে সবাই কম বেশি পছন্দ করবে। শেষ পর্যন্ত দেখুন সবাই একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছায় কিনা। যদি না পৌঁছায় তাদের বলে রাখুন সবাই একমত না হলে পিকনিকে যাওয়া/ খেলা করা/ খাবার খাওয়া / অন্যান্য কাজ করা হবে না।
- সবাই মিলে একটি গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করুন, এতে সৌহার্দও বজায় থাকবে। আপনার সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীদের পরমতসহিষ্ণুতায় অনুপ্রাণিত করবে।
- শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা জানিয়ে বিদায় নিন।

ধাপ-২

প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

কাজ	সিদ্ধান্ত নেবার উপায় অনুসন্ধান
উপকরণ	সাধারণ উপকরণ, পোস্টার, পাঠ্যবই ইত্যাদি
পদ্ধতি	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, অভিজ্ঞতা বিনিময় ইত্যাদি
সেশন	১ টি

সেশন ৩

- ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করে সেশন শুরু করুন।
- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। তাদের বাসার সবাই কেমন আছে জিজ্ঞাসা করুন। যদি কোনো শিক্ষার্থী বা তার পরিবার পরিজন অসুস্থ থাকে তবে তার আরোগ্য কামনা করে প্রার্থনা করুন।

কাজ-১

- বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করে প্রতিফলন করুন।

নমুনা প্রশ্ন

১. সবার মতামত কী শুনেছিলে?

২. যদি একটি সিদ্ধান্ত না নেয়া হত তাহলে কী হত?

৩. তারা গত সেশনে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো কীভাবে নিয়েছিলো?

৪. সিদ্ধান্ত নেবার সময় তারা কী কী সমস্যা/অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলো?

- উপরোক্ত প্রশ্নের প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের চিন্তা করতে ও তাদের ভাবনা সহপাঠীদের সাথে বিনিময় করার মাধ্যমে আলোচনার পরিস্থিতি তৈরি করুন।

বাড়ির কাজ

- আলোচনার প্রাপ্ত অনুসন্ধানী তথ্য পাঠ্যবই এর অংশগ্রহণমূলক কাজ অংশে লিখে রাখতে বলুন। এ কাজটি বাড়ির কাজ হিসেবেও দিতে পারেন।
- শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা জানিয়ে বিদায় নিন।

ধাপ- ৩

বিমূর্ত ধারণায়ন

কাজ	চিত্র সহকারে সৌহার্দ ও পরমতসহিষ্ণুতার আলোচনা করবে।
উপকরণ	চিত্র, পাঠ্যবই, রিসোর্স বই, অনলাইন সোর্স ইত্যাদি ।
পদ্ধতি	প্রদর্শন, প্রশ্ন-উত্তর, আলোচনা ইত্যাদি ।
সেশন	৩টি

সেশন ৪-৬

- ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করে সেশন শুরু করুন।
- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন।তাদের বাসার সবাই কেমন আছে জিজ্ঞাসা করুন। যদি কোনো শিক্ষার্থী বা তার পরিবার পরিজন অসুস্থ থাকে তবে তার আরোগ্য কামনা করে প্রার্থনা করুন।

কাজ-১

- একটি ঝগড়া করার দৃশ্য এবং একটি একত্রে সৌহার্দপূর্ণ বজায় রেখেছে এমন ছবি দেওয়ালে টানিয়ে দিন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই হুবুহু পড়ে শোনানোর দরকার নেই।
- এই সেশনে সকল ধর্মের শিক্ষার্থীদের একসাথে নিয়ে কার্যক্রম করার চেষ্টা করুন।

কাজ-২

- বিষয়ে ধারণা আছে এমন কোনো ব্যক্তিকে/অন্যান্য ধর্মের শিক্ষককে আমন্ত্রণ জানিয়ে অথবা নিজে সহায়ক তথ্যের আলোকে চিত্র প্রদর্শন,আলোচনা ও পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া অংশগ্রহণমুলক কাজের মাধ্যমে সৌহার্দ ও পরমতসহিষ্ণুতার ধারণা তুলে ধরুন।
- শিক্ষার্থীরা আলোচনা/অডিও-ভিডিও প্রদর্শনে মনোযোগ দিচ্ছে কিনা লক্ষ রাখুন।
- শিক্ষার্থীদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আলোচনার মাধ্যমে উত্তর প্রদান করুন।
- শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা জানিয়ে বিদায় নিন।

বিভিন্ন ধর্মে পরমতসহিষ্ণুতা

ইসলামে পরমতসহিষ্ণুতা

পরমতসহিষ্ণুতা হলো জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমাজে বসবাসরত সকল মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং অন্যের

মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করা। ইসলামের দৃষ্টিতে কারো কথা, কাজ বা ব্যবহারে কোনো রকম ক্রোধান্বিত বা প্রতিশোধপরায়ণ না হয়ে ধৈর্য, সংযম ও সহনশীলতার সাথে নিজ নিজ কর্তব্য পালন এবং অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করাই পরমতসহিষ্ণুতা।

মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর চরিত্রের মধ্যে পরমতসহিষ্ণুতা অন্যতম। পরমতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সহিষ্ণুতা তাঁর চরিত্রকে আরো উজ্জ্বল করেছে। মহানবি (সা.) ও খলিফাগণ অন্যের মতামত ও বিশ্বাসের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ইতিহাসে তার অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। পবিত্র কুরআনে সহিষ্ণুতা গুণটি অর্জনের জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

ইসলাম মানবিক সম্পর্ক উন্নয়ন, আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নির্দেশনা দিয়েছে। অন্যের ধর্মীয় অনুভূতিতে কোনোভাবেই আঘাত করা যাবে না। মক্কায় যারা বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করত তারা একবার রাসুল (সা.) এর কাছে এসে বলল, 'আপনি কিছু দিন আমাদের নিয়মে উপাসনা করুন, আমরাও আপনার নিয়মে উপাসনা করব।' এই প্রস্তাব শুনে তিনি তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য না করে ধৈর্যধারণ করলেন। এমন সময় ওহি নাযিল হলো, "আমি ইবাদতকারী নই যার ইবাদত তোমরা করছো। এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও যাঁর ইবাদত আমি করি। তোমাদের দ্বীন তোমাদের এবং আমার দ্বীন আমার"। (সূরা কাফিরুন, আয়াত: ৪-৬)

মহানবি (সা.) -এর পরমতসহিষ্ণুতার অনেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। যেমন: ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে হুদায়বিয়ার শান্তি চুক্তির শুরুতে কুরাইশ প্রতিনিধি 'রাসুলুল্লাহ' লিখতে আপত্তি জানায়। সাহাবিগণ কিছুতেই এই প্রস্তাব মানছিলেন না। কিন্তু মহানবি (সা.) আল্লাহর রাসুল হওয়া সত্ত্বেও নিজ হাতে কলম দিয়ে 'রাসুলুল্লাহ' শব্দটি কেটে দিয়ে 'মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ' (আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ) লিখে দিলেন। শুধু শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই রাসুলুল্লাহ (সা.) এ প্রস্তাবটি মেনে নিলেন। তিনি পরমতসহিষ্ণুতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

ইসলামে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার প্রতি বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে। এজন্য নিজের মত বা বিশ্বাস অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। অপরের মত ও বিশ্বাসের প্রতি অসহিষ্ণু না হওয়ার শিক্ষা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, "তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সকলেই অবশ্যই ইমান আনত; তবে কি তুমি মুমিন হওয়ার জন্য মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে"? (সূরা ইউনুস, আয়াত: ৯৯)

যে কোনো সামাজিক ও ধর্মীয় বিতর্কে প্রামাণ্য, নির্ভরযোগ্য এবং বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করা প্রয়োজন। এ কারণে ইসলাম আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও ইসলামের দাওয়াত প্রদানে জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও সহিষ্ণুতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, "মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে; তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথনির্দেশ, না আছে কোনো দীপ্তিমান কিতাব"(সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত :৮)। তাই আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বা সমালোচনার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রামাণ্য যুক্তি ব্যতিরেকে বক্তব্য প্রদান উচিত নয়।

ইসলামে সকলের প্রতি মার্জিত সম্বোধনের স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। এখানে ইসলামের অনুসারী এবং ভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করা হয়নি। কেননা ভদ্র ও মার্জিত 'সম্বোধন' সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আল-কুরআনের বিভিন্ন 'সম্বোধন' থেকে আমরা মার্জিত সম্বোধনের দিকনির্দেশনা পেয়ে থাকি। মহান আল্লাহ নিজেকে বিশ্বজাহানের প্রতিপালক বলে ঘোষণা করেছেন। মহান আল্লাহ সকল শ্রেণির মানুষকে একত্রে একই ভাষায় সম্বোধন করেছেন। কখনও তিনি 'হে মানব সম্প্রদায়', কখনও 'হে মানব জাতি', কখনও 'হে কিতাবধারী' বলে সম্বোধন করেছেন। জাতি, ধর্ম, গোত্র ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে সম্বোধন করে মহান আল্লাহর এই আহ্বান নিঃসন্দেহে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি ও পরমতসহিষ্ণুতার অনন্য শিক্ষা। ইসলামের এই 'মার্জিত সম্বোধন' ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সহিষ্ণুতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি আল কুরআনের মার্জিত ও মর্যাদাপূর্ণ সম্বোধন মানব হৃদয়কে স্পর্শ করে।

সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য কথা-বার্তায়, আচার-আচরণে বিনয়ী হওয়া অপরিহার্য। কুরআন মাজিদে বর্ণিত মূসা (আ.) ও ফিরাউনের মধ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃধর্মীয় সংলাপ পরিচালনার ক্ষেত্রে বিনয়ী ও কোমল আচরণের স্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে।

সর্বোপরি ইসলাম মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে উৎসাহিত করেছে। অন্যের মতামতের প্রতি সহনশীল ও শ্রদ্ধাশীল হতে নির্দেশ দিয়েছে। তবে কোনো উগ্র মতামত ও আক্রমণাত্মক বক্তব্য সমর্থন করে না। প্রতিটি ধর্মের নিজস্ব বিধিবিধান আছে। ধর্মচর্চার নিজস্ব পথ ও পদ্ধতি রয়েছে। এক্ষেত্রে নিজের ধর্মকে মানার পাশাপাশি অন্যকে নিজ ধর্ম পালনের সুযোগ করে দেয়াই ইসলামের শিক্ষা।

হিন্দুধর্মে পরমতসহিষ্ণুতা

পরমতসহিষ্ণুতার মানে অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। কেবল নিজের মত প্রকাশ নয়, অপরকেও মতামত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া। নিজের মতের সঙ্গে না মিললেও অন্যের মতকে গুরুত্ব দেওয়া। পরমতসহিষ্ণুতা শিষ্টাচারের অঙ্গ, একই সঙ্গে ধর্মেরও অঙ্গ। হিন্দুধর্মসহ পৃথিবীর প্রতিটি ধর্ম সত্য, সুন্দর, কল্যাণের কথা বলে। ভিন্ন মতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রেখে সকলে পাশাপাশি চলতে পারার শিক্ষা দেয়। প্রতিটি ধর্মই পরমতসহিষ্ণু হওয়ার ওপরে জোর দেয়।

হিন্দুধর্ম অন্যান্য ধর্মীয় বিশ্বাস ও বৈচিত্র্যময় ধর্মীয় চর্চাকে স্বীকৃতি দেয় এবং সাদরে গ্রহণ করে। এই ধর্মে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানান রকমের বিশ্বাস ও অনুশীলনের সমন্বয় ঘটেছে। শিব মহিম্ন স্তোত্রে বলা হয়েছে—বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্ন স্থানে, কিন্তু তারা সকলেই একই সমুদ্রে তাদের জলরাশি ঢেলে দেয়। তেমনি নিজের রুচির বৈচিত্র্যের কারণে সোজা-বাঁকা নানা পথে যারা চলেছে, হে ঈশ্বর, তুমিই তাদের সকলের একমাত্র লক্ষ্য।

ঋকবেদের শ্লোকে রয়েছে (১০.১৯১.২-৪)—হে মানব, তোমরা একসঙ্গে চল, একসঙ্গে মিলে আলোচনা কর, তোমাদের মন উত্তম সংস্কারযুক্ত হোক। তোমাদের পূর্বকালীন জ্ঞানী ব্যক্তিরা যেরকম কর্তব্য পালন করেছে, তোমরাও তেমনটাই করো। তোমাদের সকলের মিলনের মন্ত্র এক হোক, মিলন ভূমি এক হোক, মনসহ চিত্ত এক হোক। তোমাদের সকলকে আমি একই সাম্যের মন্ত্র এবং খাদ্য ও পানীয় দিয়েছি। তোমাদের সকলের হৃদয়ের আকুতি এক হোক, হৃদয় এক হোক। মন এক হোক, সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও।

মানবজাতির মধ্যে ভিন্নমত, বৈচিত্র্য থাকলেও পরমতসহিষ্ণুতার চর্চার মাধ্যমে বেদ-এ মানুষের প্রতি ঈশ্বরের এই ঐক্যবদ্ধতার আহ্বানকে আমরা বাস্তব-রূপ দিতে পারি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন— যে যেভাবে আমার উপাসনা করে, আমি তাকে সেভাবেই কৃপা করি। মানুষেরা সর্ব প্রকারে আমার পথেরই অনুসরণ করে।

শিকাগো ধর্ম সম্মেলনের বক্তারা শ্রোতাদের প্রথাগতভাবে 'ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ' সম্বোধন করেছিলেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ সবাইকে 'ভ্রাতা ও ভগিনী' বলে সম্বোধন করেন। অজানা-অচেনা লোকদের এভাবে ভাই-বোন বলে আপন করে নেয়ার মানসিকতা দেখে শ্রোতারা মুগ্ধ হন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বক্তব্যে বলেন, "হিন্দুধর্ম পৃথিবীর সকল ধর্মকে সমান মনে করে। সব ধর্মের লক্ষ্যই এক। নদীসমূহ যেমন এক সাগরে গিয়ে মিলিত হয়, তেমনি সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক— ঈশ্বরলাভ। তাই বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।"

সেখানে অনেকেই কেবল নিজ নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বললেন, "যে ধর্ম অন্যকে চিরকাল পরমতসহিষ্ণুতার ও সর্ববিধ মত স্বীকার করার শিক্ষা দিয়ে আসছে, আমি সেই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই সত্য বলে বিশ্বাস করি।"

হিন্দু দর্শন অনুযায়ী, আমাদের শরীরটা আসল 'আমি' নয় আসল 'আমি' হলো আমাদের চৈতন্য বা জীবাত্মা; যা পরমাত্মারই অংশ। চৈতন্য দেহটাকে আশ্রয় করে আছে কেবল। তাই একের থেকে অপরের বাইরের আবরণে, আচরণে তফাৎ হয় কিন্তু সকলের ভেতরে একই সত্তা। পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী একবার ছেলেমানুষ কার্তিক অকারণে একটা বেড়ালকে বল্লমের খোঁচা দিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে দেখলেন মা ভগবতীর মুখে আঘাতের চিহ্ন। কার্তিক এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে মা জবাব দিলেন, এ তোমারই বল্লমের আঘাত। কার্তিক বললেন, আমি একটা বেড়ালকে আঘাত করেছি বটে, কিন্তু তার সঙ্গে তোমার কী সম্বন্ধ! ভগবতী জবাব দিলেন, আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে রয়েছি। সমস্ত প্রাণীই আমার সন্তান। তুমি যাকে আঘাত করো, সে আঘাত আমাতেই লাগে।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'মানুষ জাতি' কবিতায় বলেছেন—

"কালো আর ধলো বাহিরে কেবল

ভিতরে সবারই সমান রাঙা।"

তেমনি করেই বিশ্বের সকল মানুষের গায়ের রং, পোশাক, ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি নানান কিছুতে রকমফের আছে, ভিন্নতা আছে দৃশ্যমান 'আমি'তে। কিন্তু ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে আসলে কোনো আত্মিক দূরত্ব নেই। সকলের আত্মা সেই এক পরমাত্মার অংশ। কালের নিয়মে সকলের আত্মাই এক পরমাত্মায় মিশে যাবে। আমাদের ইহজাগতিক জাতিভেদ, ধর্মভেদ, মতভেদ— সমস্তই অসহিষ্ণুতার ফল। পরমতসহিষ্ণুতাই পারে এইসব ভেদচিহ্ন মুছে দিতে। যে-কোনো ধর্মপ্রাণ, মানবতাবাদী মানুষের প্রধানতম গুণ হলো পরমতসহিষ্ণুতা।

শাস্ত্র অনুসারে, হিংসা না করা, চুরি না করা, সংযমী হওয়া, শুচি থাকা এবং সত্যাশ্রয়ী হওয়া— এই পাঁচটি হচ্ছে ধর্মের লক্ষণ। অহিংস আচরণ করবার জন্য অবশ্যই পরমতসহিষ্ণু হওয়া প্রয়োজন। মনুসংহিতায়ও সহিষ্ণু

হতে বলা হয়েছে; (৬/৯২) সহিষ্ণুতা, ক্ষমাশীলতা, আত্ম-সংযম, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয়সংযম, শুদ্ধবুদ্ধি, বিদ্যা, সত্য এবং ক্রোধহীনতা— ধর্মের এই দশটি লক্ষণ।

'বিবিধের মাঝে মিলন মহান'—এটাই হিন্দুধর্মের মূল চেতনা। একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বীর ব্যক্তির মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা, বিভিন্ন মত ও পথের প্রতি সীমাহীন সহিষ্ণুতা ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবোধ থাকা আবশ্যক। হিন্দুধর্ম যেমন অন্য ধর্মমতের প্রতি সহিষ্ণু হওয়ার শিক্ষা দেয় তেমনি এই একই ধর্মের ভেতরে বহু মত ও পথের সহাবস্থানকে স্বীকৃতি দেয়; এখানে অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী, একেশ্বরবাদী, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন ধারার বিশ্বাসের সমন্বয় ঘটেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন- 'যত মত তত পথ'। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসহ প্রতিটি ধর্মগ্রন্থেই জীবের প্রতি ভালোবাসার কথা, মানবকল্যাণের কথা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সাম্যের বাণী প্রচারিত হয়েছে। লোকনাথ ব্রহ্মচারী বলেছেন- "ভালো-মন্দ, পাপ-পূণ্য এসবই জগতের ব্যবহারিক সত্য, মনের সৃষ্টি। আমি যে জগতের লোক সেখানে নেই কোনো ভেদ, সেখানে সবই সমান-সবই সুন্দর"॥ এরকম ভেদবুদ্ধিহীন হওয়ার মূলসূত্র পরমতসহিষ্ণুতা।

দৈনন্দিন জীবনে পরমতসহিষ্ণুতার নীতিগুলি প্রয়োগ করা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমার প্রতিবেশী, সহপাঠীর ধর্মীয় বিশ্বাস এবং চর্চা আমার চেয়ে আলাদা হলেও তাকে সম্মান করা উচিত। বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং ধর্ম সম্পর্কে জানবার জন্য আমাদের মনকে উন্মুক্ত রাখা প্রয়োজন। এভাবে আমরা বিশ্বে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে পারি।

খ্রীষ্টধর্মে পরমতসহিষ্ণুতা

যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা আমাদের অন্যের আচরণ এবং মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখায়। যীশু বলেছেন(মথি ৫:৩৯পদ), ''কিন্তু আমি তোমাদের বলছি তোমাদের সংগে যে খারাপ ব্যবহার করে তার বিরুদ্ধে কিছুই করো না বরং যে কেউ তোমার ডান গালে চড় মারে তকে অন্য গালে চড় মারতে দিয়ো।''

এ বাণীর মাধ্যমে যীশু আমাদের সহিষ্ণু হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। সহিষ্ণুতা মানুষের মধ্য থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে। পবিত্র বাইবেলের (১ পিতর ২: ১৭ পদে) লেখা আছে, "সব লোককে সম্মান কর, তোমাদের বিশ্বাসী ভাইদের ভালোবাস, ঈশ্বরকে ভক্তি কর, সম্রাটকে সম্মান কর।"

যীশুর সময়ে যিহূদী ও অযিহূদীদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। এর ফলে সমাজে রেষারেষি ও হিংসা-বিদ্বেষ ছিল। যীশু উপদেশ দিয়েছেন যে মানুষ যেন সদ্ভাব নিয়ে মিলেমিশে থাকে। সকল মানুষ যেন পরমতসহিষ্ণু হয় অর্থাৎ অন্যের আচরণ ও মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়। আমরা সবাই এক ঈশ্বরের সন্তান এবং তিনি সবাইকে সমানভাবে ভালোবাসেন। যীশু এ বিষয়ে (মথি ৫:৪৩-৪৫ পদ) বলেছেন, "আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের শত্রুদের ভালোবেসো। যারা তোমাদের অত্যাচার করে তাদের জন্য প্রার্থনা কোরো, যেন লোকে দেখতে পায় তোমরা সত্যিই তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান। তিনি তো ভালো-মন্দ সকলের উপর তার সূর্য উঠান এবং সৎ ও অসৎ লোকদের উপরে বৃষ্টি দেন''(মথি ৫: ৪৩-৪৫)। ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে আমরা পরস্পর ভাই। ভাইকে অশ্রদ্ধা করে আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যাই। যীশু পাপকে ঘৃণা করেন, পাপীকে নয়। তাই আমরা অন্যায়কারীকে সুপরামর্শ দিয়ে সুপথে ফিরিয়ে আনব। তাদের মন পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করবো। প্রার্থনা, ক্ষমাশীলতা ও সহিষ্ণুতা বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে ও ধর্মানুসারীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত দূর করে।

যীশু খ্রীষ্টের ভালোবাসা ও ক্ষমার বাণী মানুষকে পরমতসহিষ্ণু হতে অনুপ্রাণিত করে। বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী এবং ভিন্ন জাতি, গোত্র, বর্ণ ও পেশার হলেও আমরা একই ঈশ্বরের সৃষ্টি। পরমতসহিষ্ণুতা ব্যতীত পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন সম্ভব নয়। ঈশ্বর শাসক শ্রেণি, অন্য জাতি ও ধর্মের লোকদের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ সহিষ্ণুতায় বসবাস করতে বলেছেন। পবিত্র বাইবেলের যিরমিয় ২৯:৭ পদে ঈশ্বর বলেছেন, " এছাড়া যে শহরে আমি তোমাদের বন্দী হিসাবে নিয়ে গেছি সেখানকার মংগলের চেষ্টা কর, কারণ যদি সেই শহরের মংগল হয় তবে তোমাদেরও মংগল হবে।" ঈশ্বর অন্যায়কারীর প্রতি সহিষ্ণু হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন।

পরমতসহিষ্ণুতা গুণ তাদেরই আছে যারা আচরণে নম্র, ধৈর্যশীল এবং নিজ অন্তরে অন্যের জন্য ভালোবাসা অনুভব করে। পবিত্র আত্মার দেওয়া শান্তিতে আমরা সবাই মিলেমিশে বসবাস করি এবং সবসময় একতা রক্ষা করতে বিশেষভাবে চেষ্টা করি।পবিত্র বাইবেলে ইফিষীয় ৪:২-৩ পদে বলা হয়েছে " তোমাদের স্বভাব যেন সম্পূর্ণরূপে নম্র ও নরম হয়। ধৈর্য ধর এবং ভালোবাসার মনোভাব নিয়ে একে অন্যকে সহ্য কর। যে শান্তি আমাদের একসংগে যুক্ত করেছে সেই শান্তির মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মার দেওয়া একতা রক্ষা করতে বিশেষভাবে চেষ্টা কর।"

খ্রীষ্টধর্মে পরমতসহিষ্ণুতা একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবিক মূল্যবোধ যা পালনের মধ্য দিয়ে আমরা শান্তিপূর্ণ ও একতাবদ্ধ সমাজ গড়ে তুলি।

বৌদ্ধধর্মে পরমতসহিষ্ণুতা

গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাব খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে। প্রাচীন ভারতের সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশে। সে সময় জাতিভেদ ও বর্ণ বৈষম্য প্রথার প্রচলন ছিল। শ্রেণি বিভাজনের প্রকোপ ছিল সমাজ প্রগতির প্রধান অন্তরায়। কিন্তু সে প্রাচীন কুসংস্কার গৌতমবুদ্ধকে স্পর্শ করেনি। তথাগত বুদ্ধ প্রচার করলেন মানুষে মানুষে কোনো ভেদ নাই। মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার কর্মে। জন্ম দিয়ে মানুষের শ্রেণি বিভাজন হয় না। যেকোনো ব্যক্তি সম্প্রদায় হিসেবে ভিন্ন মতাদর্শের হলেও মানুষ হিসেবে সকলেই অখ- মানব সমাজের উপাদান। সে অর্থে মানুষ পরস্পর সম্পর্কিত ও নির্ভরশীল। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় ও গোত্র ইত্যাদি ব্যক্তিকে নিদিষ্টকরণের পরিচায়ক শব্দমাত্র। তথাগত বুদ্ধ কখনো কোনো জাতি বা সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে কোনো বাণী প্রদান করেননি। তিনি বিশ্বব্রহ্মান্ডের সমগ্র মানবজাতি তথা সর্ব সত্ত্বার কল্যাণেই তাঁর বাণী প্রদান করেছেন। তাঁর এই সর্বজনীন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তিনি আত্মসচেতন হতে পরামর্শ দিয়েছেন। আত্মপ্রদীপ প্রজ্বালনের কথা বলেছেন। বিবেক জাগ্রত করার কথা বলেছেন। যার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে চিনতে পারবে। নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য উপলব্ধি করতে সমর্থ হবে। সমাজে বসবাসের ক্ষেত্রে নিজের করণীয় বা আচরণ সম্পর্কে সচেতন হবে। পারস্পরিক মূল্যবোধ ও সম্মানবোধ সমুন্নত রাখার কথা বলেছেন। মানুষে মানুষে এই অকৃত্রিম আন্তরিক সম্পর্কই সৌহার্দ্য। এরকম আন্তঃসম্পর্কের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে যে পারস্পরিক সহায়তা ও সহানুভুতির আগ্রহবোধ জাগ্রত হয় সেটিই হলো সহমর্মিতা। পারস্পরিক প্রীতি সম্পর্ক সৃষ্টিতে এরূপ চর্চার গুরুত্ব রয়েছে। এই চর্চা হবে অসাম্প্রদায়িক ও সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে। যা মানুষের মনুষ্যত্ববোধ ও মানবিকতাকে বিকশিত করবে। এর জন্য মানুষের সৎ ও ন্যায় পরায়ণ হওয়া যেমন প্রয়োজন, তেমনি পরমতসহিষ্ণু হওয়াও একান্ত আবশ্যক। পরমতসহিষ্ণুতা হলো অপরের মতামতকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে বিবেচনা করা। মানব জীবনে এই সৌহার্দ ও সহমর্মিতা এবং পর-মতসহিষ্ণুতার বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান।

তথাগত বুদ্ধের সমকালীন ভারতবর্ষে প্রায় বাষট্টি প্রকার ধর্ম মতের প্রচলন ছিল। সেই ধর্মমতের অনেকগুলোর অনুসরণকারী ছিল অত্যন্ত সীমিত সংখ্যক মানুষ। সেই ধর্মমত প্রচলনকারীদের সাথে বুদ্ধের অবাধ মেলামেশা ছিল। বুদ্ধ কোনো ধর্মীয় মত ও পথকে কেন্দ্র করে কোনো মন্তব্য করেননি। তিনি বরং তাঁর নিজের ধর্ম-দর্শন সম্পর্কে বলেছেন, "এসো, দেখ, উপলব্ধি করো, স্বীয় জ্ঞানে বিশ্লেষণ করো, প্রয়োজন মনে হলে গ্রহণ করো।" সেজন্য বুদ্ধ ব্যক্তি স্বাধীনতা বা স্বীয় চেতনাকে জাগরণের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, কোনো অদৃশ্য শক্তির প্রতি নিজেকে সমর্পণ নয়, আপন কর্মের মাধ্যমে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হতে। কোনো ধর্মমত খারাপ বা ভালো এই মন্তব্য তিনি করেননি। এমনকি তাঁর নিজের ধর্ম-দর্শনের প্রতিও তিনি কাউকে গ্রহণ করার জন্য প্ররোচিত করেননি। তিনি শুধু বলেছেন প্রত্যেকের নিজ নিজ অন্তর চৈতন্যে জ্ঞানের আলোয় প্রদীপ্ত করতে। যার মাধ্যমে মানুষ কর্মে ও চিন্তায় সত্য, সুন্দর ও নিষ্ঠাবান হয়। অর্থাৎ, কে কোন ধর্ম মতের অনুসারী সেটি বড় কথা নয়, নিজের চেতনা ও কর্মকে আদর্শবান ও নৈতিকতা সম্পন্ন করা একান্ত আবশ্যক। এভাবে তিনি সকল প্রকার মতাদর্শের সাথে তাঁর চিন্তার সমন্বয় করতেন। সে কারণে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ তাঁর ধর্মাদর্শে স্থান পেয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন পরস্পর শ্রদ্ধা, ভক্তি ভালোবাসা ছাড়া সর্বজনীন সম্প্রীতি গড়ে ওঠে না। আবার এই বোধবিহীন পরিবার, সমাজ এমনকি ব্যক্তিগত জীবনেও শান্তিময় পারবেশ সৃষ্টি হয় না। তাই মানুষের জীবনে পারস্পরিক সৌহার্দ ও সহমর্মিতা চর্চার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। সেই কারণে বলা যায়, মানুষের জীবনে পরিবার, সমাজে পারস্পরিক ঐক্য, সম্প্রীতি গড়ে তোলার জন্য সৌহার্দ ও সহমর্মিতার প্রয়োজন অপরিসীম।

সৌহার্দ ও সহমর্মিতা বোধ মানব জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সৌহার্দ ও সহমর্মিতা ছাড়া পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে কখনো সুন্দর মানবিক পরিবেশ গড়ে ওঠেনা। তাই তথাগত বুদ্ধ সর্বক্ষেত্রে পারস্পরিক মৈত্রী ও সদ্ভাব বজায় রাখার কথা বলেছেন। এর মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে উদারতার সৃষ্টি হয় এবং সংকীর্ণতাশূন্য হয়। আমাদের জীবনে এই পারস্পরিক সুসম্পর্ক বা স্যেহার্দবোধের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এই সৌহার্দ ও সহমর্মিতাবোধের কারণেই মানুষের অন্তর হতে বৈরী ও ঈর্ষাভাব দূর হয়। মনে বিরোধ চেতনার পরিবর্তে সম্প্রীতির জাগরণ হয়। অন্তর হতে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বিদূরিত হয়। মানবিক মূল্যবোধে উদ্বোধিত মানুষের অন্তর জগত। মানুষ পরিচিত হবে তার আপন কর্ম ও আচরণের ভিত্তিতে। জন্ম ও কোনো প্রথার ভিত্তিতে নয়। কর্ম ও অনুশীলিত আচরণই হলো ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয়।

পরমতসহিষ্ণুতার চর্চা করা অপরিহার্যভাবে দেখা দিয়েছে। তাই আন্তঃসামাজিক ও আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বৃহত্তর লক্ষে এর অনুশীলন আমাদের করা উচিত।

"সকলে সহমত হলে শান্তি আসে না, শান্তি তখন আসে যখন ভিন্ন মতের প্রতিও শ্রদ্ধাবোধ রেখে আমরা পাশাপাশি চলতে পারি"

ধাপ- ৪

সক্রিয় পরীক্ষণ

কাজ	"বিশ্ব শান্তি রক্ষায় সৌহার্দ ও পরমতসহিষ্ণুতা" শিরোনামের মেলার আয়োজন করবে।
উপকরণ	পাঠ্যবই, সাধারণ শিক্ষা উপকরণ, অনলাইন সোর্স, পোস্টার ইত্যাদি
পদ্ধতি	দলগত কাজ, ব্রেইন স্টর্মিং, অনুসন্ধান, প্রদর্শন, উপস্থাপন ইত্যাদি
সেশন	২ টি

সেশন ৭-৮

- ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করে সেশন শুরু করুন।
- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন।তাদের বাসার সবাই কেমন আছে জিজ্ঞাসা করুন। যদি কোনো শিক্ষার্থী বা তার পরিবার পরিজন অসুস্থ থাকে তবে তার আরোগ্য কামনা করে প্রার্থনা করুন।

কাজ-১

- শিক্ষার্থীদের "বিশ্ব শান্তি রক্ষায় সৌহার্দ ও পরমতসহিষ্ণুতা" শিরোনামের মেলার আয়োজন করতে বলুন।
- সম্ভব হলে কয়েকটি বিদ্যালয় মিলে এ মেলার আয়োজন করতে পারেন।
- বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণির শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক এবং এলাকার বসবাসকারী ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করুন। একটি নমুনা নিমন্ত্রণ পত্র পরিশিষ্টে দেয়া আছে।
- শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে দিন। এমন ভাবে দলে ভাগ করার চেষ্টা করুন যাতে একটি দলে বিভিন্ন ধর্মের শিক্ষার্থীর মিশ্রণ থাকে।
- মেলায় দলভিত্তিক স্টল থাকবে। শিক্ষার্থীদের প্রতিটি স্টল সুসজ্জিত ও দর্শনীয় করতে বলুন।

- প্রতিটি দল সৌহার্দ ও পরমতসহিষ্ণুতার প্রাথমিক ধারণা, প্রয়োজনীয়তা, সৌহার্দ ও পরমতসহিষ্ণুতা চর্চার উপায়, এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন মনীষীর ও বিভিন্ন ধর্মের ধারণা বিনিময়/উপস্থাপন করবে। এক্ষেত্রে তারা চিত্র, পোস্টার বা অন্যান্য ভিজুয়াল উপকরণ ব্যবহার করতে পারবে।
- দলের সকলে যাতে অংশগ্রহণ করে তা নিশ্চিত করুন।
- এ মেলা শেষে তাদের কাজটির জন্য প্রশংসা করুন এবং ধন্যবাদ জানান।

মূল্যায়ন

- শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য এ অধ্যায়ের পাঠের সময় আপনি অংশগ্রহণমূলক কাজ/ অর্পিত কাজ রুব্রিক/ অন্যান্য কার্যক্রম পর্যবেক্ষন ও যাচাই করে চলমান মূল্যায়ন করুন।
- শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণমূলক কাজ এবং কার্যক্রম ছক তুলনা করে আচরণিক পরিবর্তন/ অংশগ্রহণমূলক কাজ/ অর্পিত কাজ মূল্যায়ন করুন। (নমুনা পরিশিষ্টে দেয়া আছে)
- শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা করে বিদায় জানান।

ফলাবর্তন

- পরিশেষে সকল শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়ন (শিখন অর্জন) শেষে অগ্রগতি সন্তোষজনক পরিলক্ষিত না হলে প্রয়োজনে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার (Remedial Measures) মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৌহার্দ ও পরমতসহিষ্ণুতা চর্চা করতে উদ্বুদ্ধ করুন।
- ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের সমাপ্তি টানুন।

আচরণ পর্যবেক্ষণ যাচাই-তালিকা

শিক্ষার্থীর নাম

শিক্ষকের নাম

তারিখ

সময়

শিক্ষার্থীর আচরণ	কিছু নির্দেশক যার উপর ভিত্তি করে ফলাবর্তন দিতে পারেন			
	শিক্ষার্থী চমৎকার করেছে। তাকে সাবাস বলুন	শিক্ষার্থী ভালো করেছে। তাকে ধন্যবাদ জানান।	শিক্ষার্থী খারাপ করেছে, তাকে আরও চেষ্টা করতে বলুন। শিক্ষার্থীকে আরও সহায়তা করুন।	প্রযোজ্য বিষয়টি দেখতে পাননি বা শিক্ষার্থী প্রযোজ্য বিষয়টিতে অংশগ্রহণ করেনি।
মনোযোগী				
কৌতুহলী				
স্বনির্ভরশীল				
বিঘ্ন ঘটায় না				
স্বতঃস্ফুর্ত				
অপরকে মন থেকে সাহায্য করতে চায়				
আপরকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে				
কোনো কাজে নেতৃত্ব দেয়				

কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে				
প্রয়োজনে সাহায্য চায়				
অনিরাপদ কাজ করে না				
নির্বাচন করতে দিলে করতে পারে				
শিক্ষকের নির্দেশনা মান্য করে				
সহপাঠীর সাথে আচার ব্যবহার মার্জিত				
গুরুজনের সাথে আচার ব্যবহার মার্জিত				

অর্পিত কাজ রুব্রিক

শিক্ষার্থীর নাম

শিক্ষকের নাম

তারিখ

সময়

	কিছু নির্দেশক যার উপর ভিত্তি করে ফলাবর্তন দিতে পারেন			
	শিক্ষার্থী চমৎকার করেছে। তাকে সাবাস বলুন	শিক্ষার্থী ভালো করেছে। তাকে ধন্যবাদ জানান।	শিক্ষার্থী খারাপ করেছে, তাকে আরও চেষ্টা করতে বলুন। শিক্ষার্থীকে আরও সহায়তা করুন।	প্রযোজ্য বিষয়টি দেখতে পাননি বা শিক্ষার্থী প্রযোজ্য বিষয়টিতে অংশগ্রহণ করেনি।
কাজটির জন্য গবেষণা এবং তথ্য সংগ্রহ	শিক্ষার্থী দুই বা ততোধিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে যার সবগুলো সম্পূর্ন সঠিক।	শিক্ষার্থী একটি বা দুইটি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে যার একটি সম্পূর্ন সঠিক এবং অন্যটি আংশিকভাবে সঠিক।	শিক্ষার্থী যেকোনো একটি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে যা আংশিকভাবে সঠিক।	
সম্পাদিত কাজটির বিন্যাস কেমন	শিক্ষার্থী যে কাজটি করেছে তার বিন্যাস একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে যথেষ্ট যৌক্তিক এবং তা বেশ যত্নের সাথে করেছে।	শিক্ষার্থী যে কাজটি করেছে তার বিন্যাস একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে করেছে এবং আংশিকভাবে যৌক্তিক।	শিক্ষার্থী যে কাজটি করেছে তা যৌক্তিকভাবে বিন্যস্ত নয়।	
কাজটির সম্পাদন এবং মৌলিকতা	শিক্ষার্থী যে কাজটি করেছে তা অন্যদের চেয়ে আলাদা এবং নিজের চিন্তা-ভাবনা ও সৃজনশীলতা দিয়ে কাজটি সে সুন্দরভাবে করেছে।	শিক্ষার্থী যে কাজটি করেছে তা অন্যদের চেয়ে আলাদা নয় কিন্তু নিজের চিন্তা-ভাবনা ও সৃজনশীলতা দিয়ে কাজটি করেছে।	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তা গতানুগতিক, যার মধ্যে নিজস্বতা ও সৃজনশীলতা নেই বললেই চলে।	
সম্পাদিত কাজের নির্ভুলতা	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তার তথ্য উপাত্ত সম্পূর্ণরূপে সঠিক।	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তার তথ্য উপাত্ত বেশ খানিকটা সঠিক। সামান্য ভুল থাকতে পারে।	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তার তথ্য উপাত্তের সামান্য কিছু অংশ নির্ভুল।	

সম্পাদিত কাজটির উপস্থাপনা	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তা সথিকভাবে উপস্থাপন করেছে যার মধ্যে সুন্দর ভাষাশৈলী ও সৃজনশীলতা প্রকাশ পেয়েছে।	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তা সঠিকভাবে উপস্থাপন করেছে কিন্তু তার মধ্যে ভাষাশৈলী ও সৃজনশীলতা নাই।	শিক্ষার্থি যে কাজ করেছে তা সঠিকভাবে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে সে উদাসীন ছিল।	
দলগত কাজ হলে উপরের বিষয়গুলোর পাশাপাশি শিক্ষার্থীর নিচের বিষয়গুলোও মূল্যায়ন করুন				
দলে শিক্ষার্থীটির অবদান	শিক্ষার্থী দলের সকল কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং সবাইকে সহযোগিতা করে কাজটি সুন্দর করতে ভূমিকা রেখেছে।	শিক্ষার্থী দলের কোনো কোনো কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং অন্যদের সহযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ ছিল।	দলগত কাজে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ খুব কম।	
দলে পারষ্পরিক তথ্য বিনিময় ও সহযোগিতা	শিক্ষার্থী দলের সকল সহপাঠীর সাথে তথ্য বিনিময় এবং সহযোগিতা করেছে।	শিক্ষার্থী দলের বেশিরভাগ সহপাঠীর সাথে তথ্য বিনিময় এবং সহযোগিতা করেছে।	শিক্ষার্থী দলের এক বা দুইজনের সাথে তথ্য বিনিময় করেছে এবং তাদের সহযোগিতা করেছে।	

অংশগ্রহণ রুব্রিক

শিক্ষার্থীর নাম

শিক্ষকের নাম

তারিখ

সময়

	কিছু নির্দেশক যার উপর ভিত্তি করে ফলাবর্তন দিতে পারেন			
	শিক্ষার্থী চমৎকার করেছে। তাকে সাবাশ বলুন	শিক্ষার্থী ভালো করেছে। তাকে ধন্যবাদ জানান।	শিক্ষার্থী কারাপ করেছে, তাকে আরও চেষ্টা করতে বলুন। শিক্ষার্থীকে আরও সহায়তা করুন।	প্রযোজ্য বিষয়টি দেখতে পাননি বা শিক্ষার্থী প্রযোজ্য বিষয়টিতে অংশগ্রহণ করেনি।
সেশনে জিজ্ঞেস করা হলে শিক্ষার্থীর উত্তর দেওয়া এবং নিজে থেকে প্রশ্ন করার মাত্রা; প্রশ্ন ছাড়াও শিক্ষার্থীর অন্য অবদান ধর্তব্য।	শিক্ষার্থী দুই বা তার বেশিবার প্রশ্নের উত্তর অথবা নিজে থেকে প্রশ্ন করতে পারে। আপনার প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষার্থী প্রশ্ন করলে সেটাও ধর্তব্য	শিক্ষার্থী এক বা দুইবার প্রশ্নের উত্তর অথবা নিজে থেকে প্রশ্ন কতে পারে। যদি একবার করে তবে সেটাও বেশ ভালোভাবেই করে। আপনার প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষার্থী প্রশ্ন করলে সেটাও ধর্তব্য	শিক্ষার্থী মোটামুটি একবার প্রশ্নের উত্তর অথবা নিজে থেকে প্রশ্ন করতে পারে। আপনার প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষার্থী প্রশ্ন করলে সেটাও ধর্তব্য।	
শিক্ষার্থীর করা প্রশ্ন এবং প্রদানকৃত উত্তরের মান; প্রশ্ন ছাড়াও শিক্ষার্থীর অন্য অবদান ধর্তব্য।	শিক্ষার্থীর প্রশ্ন গভীর এবং তার যাপিত জীবনের অনুভূতি দ্বারা সমৃদ্ধ। শিক্ষার্থী প্রযোজ্য পরিভাষা ব্যবহার করতে পারে। শিক্ষার্থী উপস্থাপিত তথ্যের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করে নিজের ভাবনাটি স্থাপন করতে পারে, প্রয়জনে গঠনমূলক সমালচনাও করতে পারে।	শিক্ষার্থী মূল বিষয়বস্তুর গভীরে যেয়ে তার সাপেক্ষে প্রশ্নটি করে, এবং উত্তর দিলেও একই রকম দক্ষতা দেখায়। প্রযোজ্য পরিভাষাব্যবহারে তার কিছুটা দখল আছে।	শিক্ষার্থী উত্তর দিতে পারে এবং প্রশ্ন করতে পারে। তবে তার ভাবনা এবং ভাষা সবসময় গভীর হয় না।	

শিক্ষার্থীর শ্রবণ	শিক্ষার্থী শিক্ষক এবং অপর শিক্ষার্থীর প্রদানকৃত বক্তৃতা, নির্দেশনা, ভাবনা শুনে, বুঝতে পারে, নিজের ভাবনার মাঝে তা সাজাতে পারে এবং আরও নতুন কিছু যোগ করতে পারে।	শিক্ষার্থী শিক্ষক এবং অপর শিক্ষার্থীর প্রদানকৃত বক্তৃতা, নির্দেশনা, ভাবনাগুলো শুনে, বুঝতে পারে।	শিক্ষার্থী শিক্ষক এবং অপর শিক্ষার্থীর প্রদানকৃত বক্তৃতা, নির্দেশনা, ভাবনাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনে।	

উপস্থাপন যাচাই তালিকা

শিক্ষার্থীর নাম

শিক্ষকের নাম

তারিখ

সময়

শিক্ষার্থীর উপস্থাপন	কিছু নির্দেশক যার উপর ভিত্তি করে ফলাবর্তন দিতে পারেন			
	শিক্ষার্থী চমৎকার করেছে। তাকে সাবাস বলুন	শিক্ষার্থী ভালো করেছে। তাকে ধন্যবাদ জানান।	শিক্ষার্থী কারাপ করেছে, তাকে আরও চেষ্টা করতে বলুন। শিক্ষার্থীকে আরও সহায়তা করুন।	প্রযোজ্য বিষয়টি দেখতে পাননি বা শিক্ষার্থী প্রযোজ্য বিষয়টিতে অংশগ্রহণ করেনি।
উপস্থাপন				
বাচনভঙ্গি				
কৌতুহল				
শ্রোতার সাথে দৃষ্টি সংযোগ				
উপস্থাপনের প্রস্তুতি				
উপস্থাপনের গতি				
অঙ্গভঙ্গি				
ছবি / অতিরিক্ত কোনো সামগ্রীর ব্যবহার				
উপস্থাপনে প্রদানকৃত তথ্য				
শুরুটা কেমন				
তথ্যের স্পষ্টতা এবং শুদ্ধতা				
তথ্যের বিন্যাস				
সময় ব্যবস্থাপনা				
সমাপ্তিটা কেমন				
প্রশ্ন করা হলে সাড়া কেমন				

ফিল্ডট্রিপের অনুমতিপত্র

প্রিয় বাবা-মা/অভিভাবক,

আপনার সন্তান একটি ফিল্ডট্রিপে যাবে। নিচের তথ্যগুলো পড়ুন, ✓ চিহ্ন দেয়া অংশগুলো পূরণ করুন, এবং সবশেষে স্বাক্ষর দিন। এরপর এই অনুপতিপত্রের নিচের অংশটি কেটে ..... তারিখের মধ্যে ফেরত দিন।

ফিল্ডট্রিপের তথ্য

প্রযোজ্য সকল অংশ শিক্ষক পূরণ করবেন।

তারিখ.....

স্থান.....

উদ্দেশ্য.....

খরচ.....

পরিবহনের মাধ্যম.....

বিদ্যালয় থেকে প্রস্থানের সময়.....

আগমনের সময়.....

বিশেষ নির্দেশনা কোনো অ্যালার্জি বা স্বাস্থ্যবিষয়ক নির্দেশনা বা অন্য কোনো বিষয়

আপনার কোনো বিশেষ প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন এই নম্বরে.....

নাম –কে স্থান এ আয়োজিত .....তারিখের ফিল্ডট্রিপে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করলাম। প্রয়োজনে তাকে চিকিৎসা বা অন্যান্য পরিষেবা প্রদানের অনুমতিও প্রদান করলাম।

কোনো জরুরি অবস্থায় নিচে উল্লিখিত ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করুন।

নাম.....

মোবাইল নম্বর.....

বাবা-মা/অভিভাবকের স্বাক্ষর ও তারিখ.....

নমুনা আমন্ত্রণপত্র

প্রিয়, শিক্ষক/অভিভাবক/অতিথি,

(তারিখ,সময়,স্থান)

.....

.....

.....

অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা একটি নাটিকা মঞ্চায়ন করতে যাচ্ছে।

উক্ত অনুষ্ঠানে আপনি/আপনারা সাদরে আমন্ত্রিত।

ধন্যবাদান্তে,

শিক্ষক/ প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ

.....

(বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা)

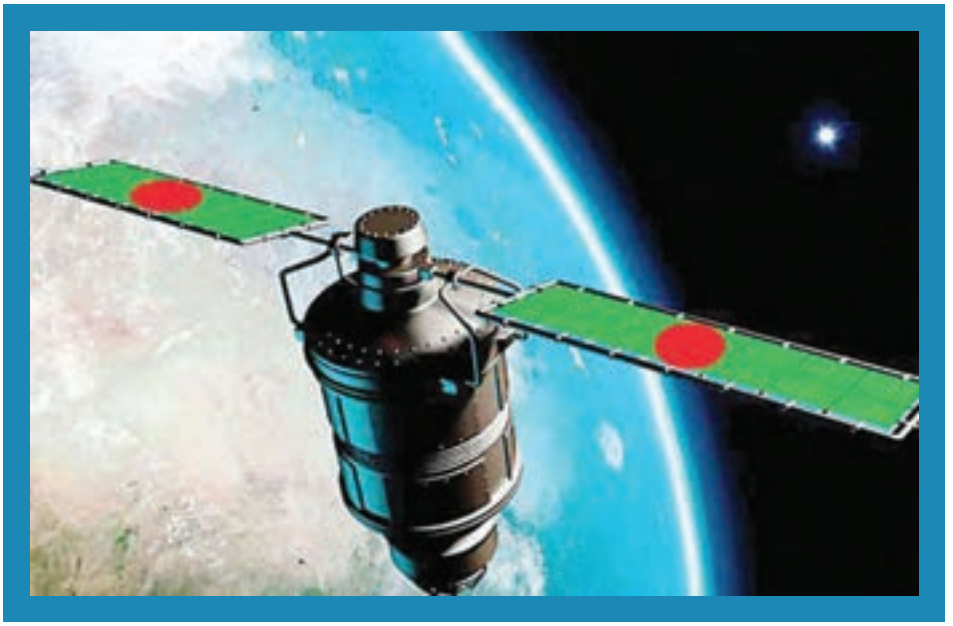

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ : বাংলাদেশের মালিকানাধীন প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ বাংলাদেশের প্রথম ভূস্থির (Geostationary) যোগাযোগ ও সম্প্রচার উপগ্রহ। এর মধ্য দিয়ে ৫৭ তম দেশ হিসেবে নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশের তালিকায় যুক্ত হয় বাংলাদেশ। এটি ১১ই মে ২০১৮ যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়। এটি ছিল ফ্যালকন ৯ ব্লক-৫ রকেটের প্রথম পেলোড উৎক্ষেপণ।

এটি ফ্রান্সের থেলিস অ্যালেনিয়া স্পেস কর্তৃক নকশা ও তৈরি করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১, ১৬০০ মেগাহার্টজ ক্ষমতাসম্পন্ন মোট ৪০টি কে-ইউ এবং সি-ব্যান্ড ট্রান্সপন্ডার বহন করছে এবং এর আয়ু ১৫ বছর। এর নির্মাণ ব্যয় প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা। বর্তমানে স্যাটেলাইটের ব্যান্ডউইথ ও ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করে ইন্টারনেট বঞ্চিত অঞ্চল যেমন- পার্বত্য ও হাওড় এলাকায় ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইন্টারনেট ও ব্যাংকিং সেবা, টেলিমেডিসিন ও দূরশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রসারেও এটি ব্যবহৃত হচ্ছে। টিভি চ্যানেলগুলো তাদের সম্প্রচার সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য বিদেশি নির্ভরতা কমিয়ে এর উপর নির্ভর করছে। ফলে দেশের টাকা দেশেই থাকছে। বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মোবাইল নেটওয়ার্ক অচল হয়ে পড়লে এর মাধ্যমে দুর্গত এলাকায় যোগাযোগ চালু রাখা সম্ভব। শুধু তাই নয় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ মহাকাশে উৎক্ষেপণেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের ১৪ই জুন বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে যে স্বপ্নের বীজ বপন করেছিলেন, সেই স্বপ্ন মহীরূহে পরিণত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

স্যাটেলাইটের বাইরের অংশে বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকার রঙের নকশার উপর ইংরেজিতে লেখা রয়েছে বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু-১, বাংলাদেশ সরকারের একটি মনোগ্রামও সেখানে রয়েছে।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

অষ্টম শ্রেণি

শিক্ষক সহায়িকা

বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

দেশকে ভালোবাসো, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করো

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জীবসেবা পরম ধর্ম

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **'৩৩৩'** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য